CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-191 ■ 11 April, 2026 ■ আগরতলা ১১ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সরব প্রচারের শেষলগ্নে উত্তপ্ত টাকারজলা

বিজেপি - মথা সংঘর্ষে আহত এসপি সহ একাধিক, গাড়ি ভাঙচুর, গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। বিজেপি প্রার্থী নির্মল দেববর্মার বাড়িতে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপাহিজলা জেলার টাকারজলা থানার অন্তর্গত গারো বাজার এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, তিপরা মথার কর্মীরা বিজেপির প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। তাতেই দুই রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ওই সংঘর্ষের জেরে সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপার(এসপি) বিজয় দেববর্মা সহ একাধিক পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। এদিকে আহত হয়েছেন মথার কর্মী সমর্থকগণও। জানা গেছে, এই সংঘর্ষে গুলিকাণ্ডে বিজয় দেববর্মা নামে একজন মথা কর্মী আহত হয়েছেন। তিনি জিবি হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। উনার পায়ে একটি গুলি লেগেছে বলে খবর।

জানা যায়, আজ তিপরা মথার সমর্থকরা বৃহৎ সংখ্যায় জড়ো হয়ে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। অভিযোগ, এর আগে বিজেপি কর্মীরা মথার সমর্থকদের বাধা দেয় ও হুমকি দেয়, যার জেরেই উত্তেজনা চরমে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মথার সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের উপরই চড়াও হয়। এই হামলায় এসপি বিজয় দেববর্মা সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হন। এদিকে দুই দলের সংঘর্ষে ভেঙে ফেলা হয় একাধিক গাড়ি, চলে গুলিও। যাতে মথার এক কর্মী আহত হয়েছেন। টাকারজলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মথার একাধিক কর্মী।

এদিকে টাকারজলা হাসপাতালে মথার কর্মীদের দেখতে যান গোলাঘাটির বিধায়ক মানব দেববর্মা। এখানেই শেষ নয়, রাতে টাকারজলা থানার সামনে তিপ্রা মথার কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। থানা ঘেরাও করে সরব হন মথা কর্মীরা। অভিযোগ তাদের নেতাকর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে বিজেপি। এমনকি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাদের দলের কর্মী। এই অভিযোগ এনে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তিপ্রা মথা সমর্থকরা। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

জনজাতিদের উন্নয়নের টাকা লুট করেছে মথা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে আঞ্চলিক দলগুলি প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারবে না, কারণ শুধুমাত্র একটি জাতীয় দলই প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতি আনতে পারে। তিনি টিটিএএডিসিতে জনজাতিদের কল্যাণে উন্নয়ন তহবিল লুটপাট করার জন্য তিপ্রা মথা পার্টির তীব্র সমালোচনা করেন।

এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে আজ জম্পুইয়ের ভাংমুনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রবীন্দ্র রিয়াং-এর সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য দেওয়ার সময় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আপনারা মন কি বাতে দেখেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জম্পুই পাহাড়ের কথা বলেছেন। যা সমগ্র দেশ এবং বিশ্বকে জম্পুই সম্পর্কে আরও জানতে সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি সবসময় সবকা সাথ সবকা বিকাশের উপর জোর দিয়ে আসছেন। উন্নয়ন সবার জন্য প্রয়োজন, শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়। ২০১৪ সালের আগে, ভারতের অবস্থা অন্যরকম ছিল, দেশের অগ্রগতি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি আসার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও অপারেশন সিঁদুর সহ বেশ কয়েকটি অপারেশনের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে আমরা কতটা শক্তিশালী। আমরা পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন করছি। যেমন এখন দেখুন জম্পুই এর সড়ক কত সুন্দর হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিটিএডিসিতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। আপনারা তিপ্রা মথাকে সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু আমরা জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দিয়েছি এবং তারা সেই বরাদ্দ লুট করে বিদেশ ভ্রমণ করেছে। তাই আমাদের পার্টি ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনারা যদি অন্য রাজ্যেও দেখেন, যেখানেই দুর্নীতি হয়েছে, সেখানে বিজেপি দুর্নীতিবাজ দলগুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং সরকার গড়েছে, যেমন দিল্লি এবং উড়িষ্যা। আপনারা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দেখছেন - একই দুর্নীতি, জনগণকে দমন করাএবার সেখানেও সরকার গঠন করবে ভারতীয় জনতা পার্টি।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, বিজেপি তিপ্রা মথার সাথে জোট বজায় রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে এবং জাতি ও জনজাতির মধ্যে বিভাজনের ইস্যু তৈরি করেছে।

এডিসি নির্বাচন

সরব প্রচার শেষ, ভোট ১২ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনের ২৮ টি আসনের সরব প্রচার শুক্রবার বিকেল ৪টায় শেষ হল। এই নির্বাচনে মোট ১৭৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মোট ভোটার ৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৯৭ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ২৫ জন, মহিলা ভোটার ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৬৬৬ জন ও অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ৬ জন। এডিসি নির্বাচনে ভোটারদের ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিতে আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ। তিনি সবার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ভয় বা দ্বিধা না রেখে যেন সবাই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার। তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের তরফে। নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতিটি পোলিং স্টেশনকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। মোট ১২৫৭টি পোলিং স্টেশনের মধ্যে ৩১১টি 'অতি স্পর্শকাতর' হিসেবে এ ক্যাটাগরিতে, ৬৯৩টি 'স্পর্শকাতর' হিসেবে বি ক্যাটাগরিতে এবং ২৫৩টি 'সাধারণ' হিসেবে সি ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।

খোয়াইয়ের নতুন পুলিশ সুপার বিজে রেড্ডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। খোয়াই জেলার নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিজে রেড্ডি। সম্প্রতি এই পদে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এদিন তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সদ্য প্রাক্তন পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাস। দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ বিভাগের অন্যান্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোটে

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে অতিরিক্ত ২৪ কোম্পানি সিআরপিএফ ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনের দিন সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বারো হাজার সিভিল পুলিশ এবং টিএসআর নিয়োজিত থাকবে। পাশাপাশি ২৪ কোম্পানি সেন্ট্রাল আর্ম পুলিশ ফোর্স নিয়োজিত থাকবে। আজ পুলিশের সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর।

শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন।

রাজ্যের ডিজিপি অনুরাগ জানিয়েছেন, কেন্দ্রের তরফে মোট ২৪ কোম্পানি সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) মঞ্জুর করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের পাশাপাশি এই বাহিনী মোতায়েন করা হবে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায়। তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রগুলিকে ঝুঁকির ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সিআরপিএফ-এর মধ্যে ১২ কোম্পানি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ), ১০ কোম্পানি সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এবং ২ কোম্পানি সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) থেকে আসছে। ইতিমধ্যেই ৪ কোম্পানি ত্রিপুরায় পৌঁছেছে এবং বাকি ২০ কোম্পানি শীঘ্রই এসে পৌঁছবে বলে জানা গেছে। এগুলিকে বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।

ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই রোড শো, বাইক র‍্যালি এবং বাড়ি বাড়ি প্রচারের মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছে।

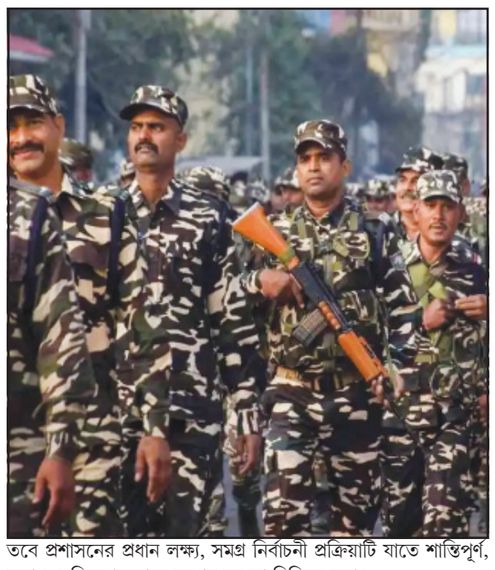

তবে প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য, সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি যাতে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক দলের জন্য নয়

তিপ্রাসাদের অধিকারের দাবিতে লড়াই করুন ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। "কোন রাজনৈতিক দলের জন্য নয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে তিপ্রাসাদের জন্য লড়াই করুন"এই আহ্বান জানালেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। শুক্রবার করবুক এলাকায় এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত বলেন, গত ৭৫ বছর ধরে তিপ্রাসারা বামফ্রন্ট, কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্য লড়াই করে এসেছে। কিন্তু নিজেদের অধিকার, উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কখনো আন্দোলন গড়ে তোলা হয়নি। তাঁর দাবি, এর ফলেই আজও জনজাতি অধ্যুষিত বহু এলাকায় মৌলিক পরিষেবার অভাব রয়ে গেছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, এখনও বহু জনজাতি এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং উন্নত রাস্তার ব্যবস্থা পৌঁছায়নি। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও জনজাতি সমাজ পিছিয়ে রয়েছে। যদি তিপ্রাসারা আগে থেকেই একজোট হয়ে নিজেদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতো, তাহলে আজ পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত বলে মত তাঁর।

এদিন তিনি আরও অভিযোগ তোলেন যে, নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে ভয় দেখিয়ে বলছেনবিজেপিকে ভোট না দিলে পানীয় জল, পাকা রাস্তা বা বাড়ির মতো সরকারি সুবিধা পাওয়া যাবে না। এই ধরনের বক্তব্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জনসভা থেকে তিপ্রা মথা-র পক্ষে সমর্থন চেয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন সকল তিপ্রাসাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দল-মত নির্বিশেষে তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব, অধিকার ও উন্নয়নের জন্য একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।

সবশেষে তিনি দাবি করেন, তিপ্রাসাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই জনজাতি সমাজকে শক্তিশালী করা সম্ভব এবং তবেই একটি উন্নত ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যাবে।

নববর্ষকে ঘিরে বাজারে উৎসবের আমেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দিন বাকি, তারপরই বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব পয়লা বৈশাখ। নববর্ষকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বাজারে পড়েছে উৎসবের আমেজ। প্রতি বছরের মতো এ বছরও বাজারে এসে গিয়েছে হালখাতা, যা বাঙালির ব্যবসায়িক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শহরের বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা নতুন বছরের জন্য হালখাতা কিনতে ব্যস্ত। তবে ব্যবসায়ীদের একাংশ জানিয়েছেন, আগের তুলনায় এখন হালখাতার চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার। বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসায়ীই কম্পিউটার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ রাখছেন, ফলে ঐতিহ্যবাহী খাতার ব্যবহার কমে এসেছে।

তবুও বহু ব্যবসায়ী এখনও প্রথা বজায় রাখতে হালখাতা কিনছেন এবং নববর্ষের দিন ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নতুন খাতা খোলার রীতি পালন করেন। এতে একদিকে যেমন পুরনো সম্পর্ক আরও মজবুত হয়, তেমনি ব্যবসায়িক সৌহার্দ্যও বজায় থাকে।

অন্যদিকে, নববর্ষ মানেই বাঙালির কাছে ভুরিভোজ, আর সেই ভোজে ইলিশ মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নববর্ষকে সামনে রেখে বাজারে ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে ইলিশ। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এ বছর বাংলাদেশ থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গানগরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, নিহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ এপ্রিল ।। শুক্রবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টা ২৫ মিনিট নাগাদ বিশালগড় মহকুমার দুর্গানগর বাথানবাড়ি এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। একটি দ্রুতগতির মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা দেয়।

দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দুই ব্যক্তি। আহতরা হলেন চন্দন দাস (৪৭), পিতা প্রয়াত চিন্তাহরণ দাস, বাসিন্দা দুর্গানগর (পথচারী) এবং রাকিব হোসেন (২০), পিতা বাচ্চু মিয়া, বাসিন্দা রহিমপুর (বাইক আরোহী)।

ঘটনার পর স্থানীয় দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় দোস্তি, পাহাড়ে কুস্তি বিজেপি-মথাকে কটাক্ষ বাম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনের প্রচার জোরদার করেছে বামফ্রন্ট। শুক্রবার এডিসির ১৪ বোধজংনগর-ওয়াকি নগর কেন্দ্রের সিপিআই(এম) মনোনীত প্রার্থী সঞ্জিত দেববর্মার সমর্থনে বাড়ি-বাড়ি প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সেনাপতি পাড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী সঞ্জিত দেববর্মা, বামুটিয়ার বিধায়ক নয়ন সরকার, সিপিআই(এম) মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ, জেলা কমিটির সদস্য ও বরিষ্ঠ বাম নেতা দিলীপ দাসসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

প্রচার শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জিত দেববর্মা বিজেপি ও টিপ্রা মথা দলের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বিজেপি ও তিপরা মথা আগরতলায় দোস্তি করছে, আর পাহাড়ে কুস্তির খেলা খেলছে। এই দ্বিচারিতা মানুষ বুঝে গেছে। জনজাতি জনগণ আর তাদের এডিসির ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

তিনি আরও দাবি করেন, জনজাতি সমাজের স্বার্থ রক্ষায় বামফ্রন্টই একমাত্র ভরসা এবং আসন্ন নির্বাচনে মানুষ বাম প্রার্থীদের সমর্থন জানাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 11-04-2026, 00:34

জাগরণ আগরতলা, ১১ এপ্রিল, ২০২৬ইং
২৭ চৈত্র, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল প্রতারণার ফাঁদ

বর্তমানে প্রযুক্তি যত উন্নত হইতেছে, ডিজিটাল প্রতারণা -এর ধরণও ততটাই জটিল হইতেছে। এটি মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষের তথ্য চুরি করা বা টাকা হাতাইয়া নেওয়ার একটি কৌশল।
ইমেইল বা মেসেজের মাধ্যমে হুবহু কোনো ব্যাংক বা নামী প্রতিষ্ঠানের মতো ভুয়া লিংক পাঠানো হয়। সেখানে ক্লিক করিলে আপনার পাসওয়ার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি হইয়া যায় ।প্রতারকরা ব্যাংকের কর্মকর্তা সাজিয়া ফোন করিয়া এবং নানা বাহানায় আপনার ফোনে আসা ওটিপি কোডটি জানিয়া নেয় ।আপনি পুরস্কার জিতিয়াছেন' বা 'ভুল করিয়া টাকা চলিয়া গেছে' বলিয়া গ্রাহককে বিভ্রান্ত করিয়া পিন হারাইয়া নেওয়া ।পরিচিত কাহারো আইডি হ্যাক করিয়া তাহার বন্ধুদের কাছে জরুরি বিপদের কথা বলিয়া টাকা চাওয়া।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়া অগ্রিম টাকা নিয়া পণ্য না পাঠানো বা নিম্নমানের পণ্য দেওয়া।
ডিজিটাল প্রতারণার ফাঁদে ৬৪ বছরের এক প্রবীণ। প্রায় ২৮ লক্ষ টাকার জালিয়াতির শিকার হন তিনি। অভিযোগকারী মহারাষ্ট্রের থানের কল্যাণ পশ্চিমের রোনাক সিটির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়াছে ১ থেকে ৭ এপ্রিলের মধ্যে আন্তর্জাতিক একাধিক নম্বর সহ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একাধিক ভিডিও এবং অডিও কল পাইতেছিলেন তিনি। খাদকপাড়া থানার এক অফিসার জানান প্রতারক নিজেকে ভুয়ো পুলিশ কর্তা হিসাবে পরিচয় দেয়। বৃদ্ধকে ভয় দেখাইয়া চাপের সৃষ্টি করিয়া বলিয়া তাঁহার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটি অর্থ পাচার মামলা এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। সেই সঙ্গেই প্রবীণকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেনও অভিযুক্ত। যাচাই এবং তদন্তের উদ্দেশ্যে টাকা পাঠাতে বাধ্য করে প্রবীণকে। চাপ ও ভয়ের জেরে ফোনকল চলাকালীন অভিযুক্তর দেওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ২৭.৯ লক্ষ টাকায় পাঠান তিনি। পরে প্রতারিত হওয়ার কথা বুঝিতে পারিয়া থানায় অভিযোগ করেন। তাহার অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। প্রতারককে খুজিয়া বাহির করিতে ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং কল ডেটা শনাক্ত করিয়া তদন্ত শুরু করিতেছে পুলিশ ।ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে প্রতারণার ধরনও পাল্টাইতেছে। একটু সচেতনতা আর বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করিলে এই ধরণের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ডিজিটাল প্রতারণা বা অনলাইন স্ক্যাম থেকে বাঁচিবার প্রধান উপায়গুলো মিডিয়া, ইমেইল বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জন্য সহজ পাসওয়ার্ড যেমন:১২৩৪৫৬ বা নিজের নাম ব্যবহার করিবেন না। অক্ষর, সংখ্যা এবং চিহ্নের সংমিশ্রণে বড় পাসওয়ার্ড তৈরি করুন। সব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু করুন। এতে পাসওয়ার্ড হ্যাক হইলেও আপনার ফোনে আসা ওটিপি ছাড়া কেউ লগ-ইন করিতেপারবরিবে না ।ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম করিয়া কেউ ফোন করিলে কখনোই আপনার মোবাইলে আসা ওটিপি (বা পিন কাউকে বলিবেন না ।ইমেইল, এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপে আসা অচেনা লিংকে ক্লিক করিবেন না। বিশেষ করিয়া 'লটারি জিতিয়াছেন', 'পুরস্কার পাইবেন' বা 'চাকরি নিশ্চিত' টাইপের লোভনীয় অফারগুলো এড়াইয়ায়ে চলুন ।পরিচিত কেউ মেসেঞ্জারে টাকা চাইলে সরাসরি তাহাকে ফোন করিয়া নিশ্চিত হোন। অনেক সময় আইডি হ্যাক করিয়া প্রতারকরা পরিচিত সাজিয়া টাকা চায় ।প্লে-স্টোর বা অ্যাপ-স্টোর ছাড়া অন্য কোনো সাইট থেকে লিংকের মাধ্যমে অ্যাপ ডাউনলোড করিবেন না ।পরিচিত এবং বিশ্বস্ত ওয়েবসাইট ছাড়া কেনাকাটা করিবেন না। নতুন বা অপরিচিত পেজ থেকে কিছু কিনিবার আগে ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশন বাছিয়া নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ ।ফ্রি ওয়াই-ফাই যেমন: রেল স্টেশন বা ক্যাফে ব্যবহার করিয়া ব্যাংকিং লেনদেন বা কেনাকাটা করিবেন না। এতে আপনার তথ্য চুরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে ।মনে রাখিবেন, টাকা গ্রহণের জন্য কোনো কিউআর কোড স্ক্যান করিবার প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি টাকা পাঠানোর নাম করিয়া আপনাকে কোড স্ক্যান করিতে বলে, তবে বুঝিবেন সেটি প্রতারণা ।সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের মোবাইল নম্বর, জন্ম তারিখ, বাসার ঠিকানা বা ব্যাংকিং তথ্য পাবলিকলি শেয়ার করিবেন না ।অপরিচিত কাউকে ভিডিও কলে কথা বলিবার সময় সাবধান থাকুন, কারণ বর্তমানে "সেক্সটরশন" বা ভিডিও রেকর্ড করিয়া ব্ল্যাকমেইল করিবার ঘটনা বাড়িতেছে ।ইন্টারনেটে কোনো কিছু যদি 'অবাস্তব রকমের ভালো' মনে হয়, তবে সেটি প্রতারণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সবসময় সন্দেহপ্রবণ থাকুন এবং যাচাই করিয়া সিদ্ধান্ত নিন।

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে: একজন আলোকবর্তিকা

যিনি আজও ভারতকে পথ দেখান

আজ, ১১ই এপ্রিল, আমাদের সকলের কাছেই একটি অত্যন্ত বিশেষ দিন। আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পথপ্রদর্শক হয়ে থাকা মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের জন্মবার্ষিকী। এ বছর এই দিনটি আরও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ আজ থেকেই তাঁর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সূচনা হচ্ছে।
মহাত্মা ফুলে ছিলেন একজন মহান সমাজসংস্কারক। তদুপরি, তাঁর জীবন ছিল নৈতিক সাহস, নিরন্তর অনুসন্ধান এবং জনকল্যাণের প্রতি অটল অঙ্গীকারে সমুজ্জ্বল। মহাত্মা ফুলে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলোর জন্য। একই সাথে, আমাদের সভ্যতার অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদান নিহিত রয়েছে সেই আশার সঞ্চারে, সেই আত্মবিশ্বাসের জাগরণে এবং সেই শক্তির যোগানে- যা আজও সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে। মহারাষ্ট্রের মহান রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী মহাত্মা ফুলে ১৮২৭ সালে একটি অত্যন্ত সাধারণ পারিবারিক পটভূমি থেকে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের কঠোর সংগ্রাম কখনোই তাঁর শিক্ষালাভ, তাঁর সাহস কিংবা সমাজের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন- চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতা যা-ই আসুক না কেন- হাতে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে বরং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে হবে- এটাই ছিল তাঁর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা আমৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। স্কুলজীবন থেকেই কিশোর জ্যোতিরাও ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী এবং হয়ে উঠেছিলেন একজন প্রবল গ্রন্থপ্রেমী; তিনি প্রায়শই এমন সব বই পড়তেন, যা তাঁর সমবয়সী শিশুদের পড়ার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। বহু বছর পর তিনি বলেছিলেন, "আমরা যত বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করব, তা থেকে তত বেশি জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে।" এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শৈশব থেকেই তিনি যে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন, তাঁর সমগ্র জীবনযাত্রায় তা ছিল এক অবিচল ও অপরিবর্তনীয় শক্তি।
মহাত্মা ফুলের সমগ্র জীবনজুড়েই শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন তাঁর ব্রতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। তিনি এক বিরল স্বচ্ছদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, জ্ঞান কোনো এমন বিশেষ অধিকার নয় যাকে আগলে রাখতে হবে; বরং এটি এমন একটি শক্তি, যাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। এমন এক সময়েযখন শিক্ষার আনন্দ থেকে বহু মানুষকে বঞ্চিত রাখা হতো- তিনি তখন মেয়েদের জন্য এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর থেকে দূরে রাখা মানুষদের জন্য অগ্রগামী সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলতেন, "মায়ের মাধ্যমেই সন্তানের মধ্যে যে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আসে, তা অত্যন্ত মূল্যবান। তাই, যদি বিদ্যালয় স্থাপন করতেই হয়, তবে সবার আগে তা মেয়েদের জন্যই স্থাপন করা উচিত।" তিনি এমন এক নতুন সামাজিক ভাবনার জগত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন, যেখানে শ্রেণিকক্ষ হয়ে উঠেছিল ন্যায়বিচার ও সাম্যের এক শক্তিশালী মাধ্যম।
শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। গত এক দশক ধরে, আমরা ভারতের তরুণ প্রজন্মের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনকে একটি মূল ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। এমন একটি পরিবেশ বা 'ইকোসিস্টেম' তৈরির প্রচেষ্টা চলছে, যেখানে তরুণ মনকে প্রশ্ন করতে, অন্বেষণ করতে এবং উদ্ভাবন ঘটাতে উৎসাহিত করা হয়। জ্ঞান, দক্ষতা ও সুযোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারত তার তরুণদের এমনভাবে ক্ষমতায়িত করছে, যাতে তারা সমস্যা সমাধানের কারিগর এবং জাতীয় অগ্রগতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।
নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সুবাদে, মহাত্মা ফুলে কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, আমাদের কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি অবিচার আমাদের সমাজকেই দুর্বল করে তোলে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, সামাজিক বৈষম্যগুলো কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে- তা সে কৃষিক্ষেত্রে হোক কিংবা গ্রামগঞ্জে প্রকাশ পায়। তাই, তিনি দরিদ্র, নিপীড়িত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মর্যাদা নিশ্চিত করার কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেছিলেন। একই সাথে, তিনি সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।
মহাত্মা ফুলে মত দিয়েছিলেন, "যতক্ষণ সমাজের সকলকে সমানাধিকার না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। আর সেই লক্ষ্যে, তিনি এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যা এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনে অবদান রেখেছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সত্যশোধক সমাজ আধুনিক ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল। এটি সমাজ সংস্কার, জনসেবা এবং মানব মর্যাদা প্রসারে

অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এটি নারী, যুবক এবং গ্রামবাসীদের জন্য একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনটি মহাত্মা ফুলের এই অন্তর্নিহিত বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে যে, ন্যায়বিচার, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সম্মান এবং সম্মিলিত অগ্রগতির চেতনাকে সমাজের কেন্দ্রে স্থাপন করে সমাজকে শক্তিশালী করা যেতে পারে।
তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও সাহসিকতার শিক্ষা বহন করত। সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকা এবং মানুষের সান্নিধ্যে সময় কাটানো তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যের সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জগুলোও তাঁর সংকল্পকে ম্লান করতে পারেনি। এক মারাত্মক স্ট্রোকের শিকার হওয়ার পরেও তিনি কাজ চালিয়ে গেছেন এবং নিজের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্রতী ছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর শরীর চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু সমাজের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার বিন্দুমাত্র টলেনি। আজকের দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে- বিশেষ করে যাঁরা সংগ্রামের পথ থেকে সাহস সঞ্চয় করেন- এটি তাঁর জীবনের অন্যতম শক্তিশালী একটি দিক হিসেবেই বিবেচিত হয়।
মহাত্মা ফুলের কোনো স্মরণই সাবিত্রীবাই ফুলের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ উল্লেখ ছাড়া পূর্ণতা পেতে পারে না; তিনি নিজেও ছিলেন আমাদের জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক। ভারতের অন্যতম অগ্রণী নারী শিক্ষিকা হিসেবে তিনি মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তাদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মহাত্মা ফুলের প্রয়াণের পর সাবিত্রীবাই সেই মশালকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং ১৮৯৭ সালে প্লেগের প্রাদুর্ভাব চলাকালীন আক্রান্তদের এমন গভীর নিষ্ঠার সাথে সেবা করেন যে, তিনি নিজেও সেই রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রাণ হারান।
আমাদের এই পুণ্যভূমি বারবার এমন সব মহান নর-নারীর স্পর্শে ধন্য হয়েছে, যাঁরা তাঁদের চিন্তা, ত্যাগ ও কর্মের মাধ্যমে সমাজকে সুদৃঢ় করেছেন। তাঁরা পরিবর্তনের আগমন ঘটানোর জন্য অন্য কোনো উৎস বা স্থানের অপেক্ষায় বসে থাকেননি; বরং তাঁরা নিজেরাই হয়ে উঠেছিলেন সেই পরিবর্তনের উৎস। শত শত বছর ধরে আমাদের এই ভূখণ্ডে সামাজিক উন্নতির আহ্বান- সেই উদাত্ত আহ্বান- প্রায়শই উৎসারিত হয়েছে সমাজেরই ভেতর থেকে; এসেছে তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা মানুষের দুঃখ-কষ্টকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন এবং তাকে কেবলই 'ভাগ্যলিপি' হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন এমনই এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ২০২২ সালে পুনে সফরের স্মৃতি আমি সস্নেহে স্মরণ করি- যখন শহরের বুকে স্থাপিত মহাত্মা ফুলের বিশাল মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলাম। তাঁর জন্মদ্বিশতবার্ষিকীর সূচনা-লগ্নে, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের প্রতি আমাদের সবচেয়ে উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিটি হওয়া উচিত "নবীকরণ"-এর। এমন সব বিষয়ের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের নবীকরণ, যা তাঁর হৃদয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলযেমন শিক্ষা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংবেদনশীলতার নবীকরণ। এবং এই বিশ্বাসের নবীকরণ যে, সমাজ তার নিজস্ব অন্তরের শক্তি দিয়েই নিজেকে উন্নত করে তুলতে পারে। তাঁর জীবন আমাদের এই বার্তাই দেয় যে, নৈতিক স্বচ্ছতা ও জনকল্যাণমুখী উদ্দেশ্যের সাথে যখন জনসমষ্টির শক্তি যুক্ত হয়, তখন ভারতের বুকে অলৌকিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। আর ঠিক এই কারণেই তিনি আজও লক্ষ লক্ষ মানুষকে শক্তি ও সাহস জুগিয়ে চলেছেন। এই কারণেই তাঁর বাণী ও কর্ম আজও মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে। এবং ঠিক এই কারণেই তাঁর জন্মের প্রায় দুশো বছর পরেও মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে কেবল অতীতের কোনো ব্যক্তিত্ব হয়েই সীমাবদ্ধ নন; বরং তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতের ভবিষ্যতের এক আলোকবর্তিকা ও পথপ্রদর্শক।

জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে উপসাগরীয় দেশে সফরে ভারতীয় মন্ত্রীরা: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস) : পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখছে ভারত এবং একই সঙ্গে জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াচ্ছে কেন্দ্র। শুক্রবার এমনটাই জানাল বিদেশ মন্ত্রক।
দিল্লিতে আয়োজিত এক আন্তঃমন্ত্রকীয় ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নির্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা উপসাগরীয় দেশগুলি সফর করছেন, যাতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও মজবুত করা যায়।
তিনি জানান, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বর্তমানে মরিশাস সফরে রয়েছেন এবং সেখান থেকে ১১ ও ১২ এপ্রিল সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে যাবেন। সেখানে তিনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন।
জয়সওয়াল আরও বলেন, "আমরা যেমন নিজেদের জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়ানোর চেষ্টা করছি, তেমনই প্রতিবেশী দেশগুলির অনুরোধ অনুযায়ী তাদেরও সহায়তা করছি।" তিনি জানান, দুই সপ্তাহ আগে শ্রীলঙ্কা-কে ৩৮ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি মরিশাসের সঙ্গে তেল ও গ্যাস সরবরাহের জন্য সরকারিভাবে চুক্তি চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।
এদিকে, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি বর্তমানে কাতার সফরে রয়েছেন। তিনি কাতারের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে ভারতের পক্ষ থেকে সংহতি ও সমর্থনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। কাতার ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহকারী দেশ বলেও উল্লেখ করেন জয়সওয়াল।
পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লেবানন-এ সাধারণ মানুষের মৃত্যুর খবরে ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা এবং প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেখানোর আহ্বান জানান। লেবাননে থাকা প্রায় ১,০০০ ভারতীয় নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস সতর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি।
উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান-এর মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে এবং শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে ইসরায়েল স্পষ্ট জানিয়েছে, এই যুদ্ধবিরতি লেবাননে তাদের সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, লেবানন এই যুদ্ধবিরতির আওতার বাইরে রয়েছে এবং সেখানে সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

১৯৭০ এর দশকের জ্বালানি তেল সংকটের সময় কী হয়েছিল ?

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জলপথ মাসব্যাপী বন্ধ থাকায় এমন সতর্কতা জারি করা হয়েছে যে, পৃথিবী হয়ত ১৯৭০-এর দশকের তেল সংকটের চেয়েও ভয়াবহ সমস্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নৌপরিবহন বিশেষজ্ঞ এবং মায়ের্সকের সাবেক পরিচালক লার্স জেনসেন বিবিসি-কে বলেছেন, ইরানের ওপর মার্কিন-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাব ১৯৭০-এর দশকে দেখা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার চেয়ে "যথেষ্ট বেশি" হতে পারে। তার এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা আইইএর পরিচালক ফাতিহ বিরোলের এ মাসের শুরুর দিকের এক সতর্কবার্তারই প্রতিফলন।
বিরোল বলেছিলেন, বিশ্ব বর্তমানে "ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা হুমকির" সম্মুখীন। তিনি বিবিসিকে বলেন, 'এটি ১৯৭০-এর দশকের তেলের দামের ঊর্ধ্বগতির ধাক্কার চেয়েও অনেক বড়। এমনকি ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর আমরা যে প্রাকৃতিক গ্যাসের দামের ধাক্কা অনুভব করেছি, এটি তার চেয়েও বড়।' তবে, হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়া বৈশ্বিক সরবরাহে বিঘ্ন ঘটালেও, অনেক বিশ্লেষক মনে করেন আজকের বিশ্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল। ১৯৭০ এর দশকের তেল সংকটে কী হয়েছিল? জ্বালানি খাতের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্রিস্টল এনার্জির প্রধান নির্বাহী এবং অর্থনীতিবিদ ড. ক্যারল নাখলে বিবিসিকে বলেছেন, ১৯৭০-এর দশকের তেল সংকট আজকের পরিস্থিতি থেকে "মৌলিকভাবে ভিন্ন" ছিল। 'কারণ, সে সময়কার প্রথম তেলের কারণে সৃষ্ট অচলাবস্থা ছিল "একটি সুপরিকল্পিত নীতিগত সিদ্ধান্তের ফল"।'
১৯৭৩ সালের অক্টোবরে, ইয়োম কিপুর যুদ্ধ, যেটি ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ নামেও পরিচিত, সে সময় ইসরায়েলকে সমর্থন করার কারণে আরব তেল উৎপাদকেরা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একদল দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। সেসময় ওই নীতির পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে তেল উৎপাদনও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মি. নাখলে বলেন, 'এর ফলে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তেলের দাম প্রায় চার গুণ বেড়ে গিয়েছিল।'
এর ফলে প্রধান তেল ব্যবহারকারী দেশগুলোতে জ্বালানি রেশনিং শুরু হয়। আর তার ফলে একটি "বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকট" তৈরি হয়েছিল, যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, বলছেন মি. নাখলে। কুইন্স ইউনিভার্সিটি বেলফাস্টের গবেষক ড. টিয়ার্নান হেনি বলেন, তেলের চড়া দাম সব ক্ষেত্রেই মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। 'এ অর্থ হলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের খরচ কমিয়ে দেয় এবং বেকারত্ব চরমভাবে বৃদ্ধি পায়।'
তিনি বলেছেন, 'এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল অর্থনীতিতে, যা অনেক দেশের সামাজিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ব্যাপক ধর্মঘট বিক্ষোভ এবং দেশে দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, অনেক পরিবারই তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছিল।' যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য উভয় দেশেই ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মন্দা চলেছিল। ওই সংকট ১৯৭৪ সালে টেড হিথের কনজারভেটিভ পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পেছনেও ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমান তেল সংকটে ঠিক কী হচ্ছে?
এক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে তেহরানের অবরোধে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, কারণ এই দেশগুলো বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ রপ্তানি করে থাকে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উপসাগরীয় তেলের প্রবাহ পুনরায় সচল করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মিত্র দেশগুলোকে যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর আহ্বান জানানো এবং ইরান যদিএ প্রণালি দিয়ে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের অনুমতি না দেয়, তবে দেশটির ওপর আরও কঠোর হামলার হুমকি দেওয়া। তবে, বর্তমানে ভেসপুচি মেরিটাইম নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মি. জেনসেন বিবিসির "টুডে" প্রোগ্রামকে বলেছেন যে, এক মাস আগে উপসাগরীয় অঞ্চল ছেড়ে আসা তেলের বড় একটি অংশ এখনও বিশ্বের বিভিন্ন শোধনাগারে পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু এ প্রবাহ শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'আমরা তেলের যে ঘাটতি দেখছি তা কেবল আরও ঘনীভূত হবে, এমনকি যদি অলৌকিকভাবে আগামীকাল হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া হয় তবুও একই অবস্থা থাকবে।' 'আমরা জ্বালানি খরচের বিশাল চাপের মুখে পড়ব, যা কেবল এ সংকট চলাকালীন নয়, বরং এটি শেষ হওয়ার পরও ছয় থেকে ১২ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।' বর্তমান সংকট কি ১৯৭০ এর দশকের তেল সংকটের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে? আরব এনার্জি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মি. নাখলে বলেন, ১৯৭০-এর দশকের তুলনায় বর্তমান তেলের বাজার অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়, আর সেই সাথে তেলের সামগ্রিক ব্যবহারের পরিমাণও উল্লেখ যোগ্যভাবে কমেছে। তার বিশ্বাস, বর্তমান দাম চড়া হলেও আজকের সংকট ততটা তীব্র নয়।
তিনি বলেন, 'যদিও আমরা তেলের সরবরাহে বড় ধরনের বিঘ্ন দেখছি, এটি সাম্প্রতিক ইতিহাসে সম্ভবত অন্যতম বৃহত্তম। তবুও, বাজার ১৯৭০-এর দশকের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল। বরং এটি এখন আরও বহুমুখী, তেলের ওপর কম নির্ভরশীল এবং আপদকালীন ব্যবস্থা ও বাফার স্টকের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও সুসজ্জিত।' তবে, পণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাটিক্সিস সিআইবির পরিচালক জোয়েল হ্যানকক একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে, ১৯৭০-এর দশকের সংকট মূলত উন্নত দেশগুলোকে লক্ষ্য করে হয়েছিল, যাদের এটি সামলানোর মতো অর্থ এবং "রাজনৈতিক ক্ষমতা" ছিল। বর্তমান সংকট মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, 'যাদের এ সংকট ভালোভাবে মোকাবিলা করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক এবং রাজস্ব সক্ষমতার অভাব রয়েছে।' তিনি আরও বলেন যে, ১৯৭০-এর দশকে জ্বালানি অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বর্তমানের মতো প্রাসঙ্গিক ছিল না। হ্যানকক বলেন, আজকের এ সংকট 'কেবল তখনই শেষ হবে, যখন যুদ্ধের তীব্রতা কমবে।'
হিনি জানান, বর্তমানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা বিশ্বের অনুকূলে কাজ করছে, যেমন যে কোন দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের উন্নত ধারণা এবং অনেক দেশের কাছে তেলের রিজার্ভ থাকা। তিনি আরও বলেন,'তবে,এখনকার প্রধান ঝুঁকি হলো, যদি এ সংকট দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে সামনের দিনের পরিস্থিতি আরও অস্পষ্ট হয়ে পড়বে। সবচেয়ে ভালো সমাধান হলো যত দ্রুত সম্ভব এ সংঘাত শেষ করা এবং স্থিতিশীলতার একটি পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস পালন। ছবি নিজস্ব।

নগদ-কাণ্ডে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি যশবন্ত বর্মা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস) : নগদ অর্থ উদ্ধারের অভিযোগ ঘিরে চলা বিতর্কের মধ্যে যশবন্ত বর্মা ইমপিচমেন্ট সংক্রান্ত তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছেন। তিনি তদন্তে গুরুতর প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যায্য সুযোগ না পাওয়া এবং অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবের কথা তুলে ধরেছেন।

বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিটিকে পাঠানো এক বিশদ চিঠিতে বিচারপতি বর্মা জানান, গভীর যন্ত্রণা ও ভারাক্রান্ত মনে'' তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দাবি, পুরো মামলাটি প্রমাণের উপর নয়, বরং অনুমানের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই বিতর্কের সূত্রপাত ২০২৫ সালের ১৪ মার্চ দিল্লিতে তাঁর সরকারি বাসভবনে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেই সময় তিনি দিল্লি হাইকোর্ট-এর বিচার পতি ছিলেন। দমকল কর্মীদের তোলা ভিডিওতে একটি স্টোররুমে পোড়া নগদ অর্থ দেখা গেছে বলে অভিযোগ ওঠে।

বিচারপতি বর্মার বক্তব্য, শুধুমাত্র ওই স্টোররুমের অস্তিত্ব এবং সেখানে নগদ পাওয়া গিয়েছে, এই অভিযোগের উপর ভিত্তি করেই তদন্ত চলছে, কিন্তু তাঁর জড়িত থাকার কোনও প্রাথমিক প্রমাণও নেই। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা মানে এমন এক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, যার কোনও ভিত্তিই নেই, টাকা কোথা থেকে এল।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, তদন্তে প্রমাণের দায়ভার উল্টে দিয়ে তাঁকেই "অসংখ্য অনুমান" খণ্ডন করতে বলা হচ্ছে, যদিও অভিযোগপক্ষ কোনও প্রাথমিক মামলাই গড়ে তুলতে পারেনি।

বিচারপতি বর্মা স্পষ্টভাবে জানান, স্টোররুমে পাওয়া নগদ অর্থ তাঁর বা তাঁর পরিবারের নয় এবং এ বিষয়ে তাঁদের কোনও জ্ঞানও ছিল না। ঘটনাস্থলে আগুন লাগার সময় তিনি বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট স্টোররুমটি মূল ভবন থেকে আলাদা এবং পিছনের একটি অরক্ষিত গেট দিয়ে সহজেই প্রবেশযোগ্য ছিল, যা গৃহকর্মী ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা ব্যবহার করতেন।

তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যেমন সিসিটিভি ফুটেজ বারবার চাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দেওয়া হয়নি। এমনকি ডিভিআর-এর ফরেনসিক পরীক্ষাও হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে, প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগও অস্বীকার করে বিচারপতি বর্মা বলেন, এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও উপাদানই নেই। তিনি আরও দাবি করেন, আগুন লাগার ঘটনার আগে বা পরে নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত বা রিপোর্ট না করার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই নিয়েছিল।এই ঘটনার সমান্তরালে বিচারপতি বর্মা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র কাছে অবিলম্বে কার্যকরী তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, গভীর বেদনার সঙ্গে আমি এই পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এই দায়িত্ব পালন করা আমার কাছে গৌরবের ছিল।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে লোকসভা ও রাজ্যসভার মোট ২০০-র বেশি সদস্যের সমর্থনে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট নোটিস আনা হয়, যার ভিত্তিতে বিচারক (তদন্ত) আইন, ১৯৬৮ অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর আগে, তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে করা তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং সতীশ চন্দ্র শর্মা-র বেঞ্চ জানায়, এই মামলায় আবেদনকারী কোনওরকম স্বস্তি পাওয়ার যোগ্য নন।

এর আগেও সুপ্রিম কোর্টের একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বিচারপতি বর্মা, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে নগদ অর্থের উপর "গোপন বা সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ" থাকার অভিযোগ ওঠে। তবে সেই আবেদনও খারিজ হয়। এই ঘটনার জেরে দেশের বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

অতিরিক্ত তারল্য শোষণে ২ লক্ষ কোটি টাকার রিভার্স রেপো নিলাম আরবিআই-এর

মুম্বই, ১০ এপ্রিল(আইএএনএস): দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে ২ লক্ষ কোটি টাকার ভ্যারিয়েবল রেট রিভার্স রেপো (ভিআরআরআর) নিলামের ঘোষণা করলআরবিআই। এই নিলামের মেয়াদ ৭ দিন এবং রিভার্সাল তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ এপ্রিল।

আরবিআই জানিয়েছে, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অতিরিক্ত অর্থের জোগান থাকলে ভিআরআরআর ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই তারল্য শোষণ করা হয়, যাতে সুদের হার নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা যায়।

এই পদক্ষেপ আরবিআই-এর সংশোধিত তারল্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর অংশ, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি রেপো অপারেশনের পরিবর্তে ভিআরআরআর-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাজারে অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাহার করে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, গত বছর আরবিআই ১৪ দিনের ভ্যারিয়েবল রেট রেপো (ভিআরআর) এবং ভিআরআরআর-কে স্বল্পমেয়াদি তারল্য ব্যবস্থাপনার প্রধান উপায় হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করে। বর্তমানে ৭ দিনের ভিআরআর/ভিআরআরআর এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একদিন থেকে ১৪ দিনের বিভিন্ন মেয়াদের অপারেশন চালানো হচ্ছে।

এদিকে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রের ঋণগ্রহণ কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করছে আরবিআই। এই সময়ে মোট ৮.২০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বাজেট অনুমান অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে মোট বাজার ঋণগ্রহণের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১৭.২০ লক্ষ কোটি টাকা। পরে সরকারি সিকিউরিটি (জি-সেক) বিনিময়ের মাধ্যমে তা কমিয়ে ১৬.০৯ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমার্ধেই মোটের প্রায় ৫১ শতাংশ, অর্থাৎ ৮.২০ লক্ষ কোটি টাকা তোলা হবে।

এই ঋণ সংগ্রহ করা হবে বিভিন্ন মেয়াদের সরকারি সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে, যার মধ্যে ১৫,০০০ কোটি টাকার সার্বভৌম গ্রিন বন্ডও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বিজেপির ইস্তেহার চিটফান্ডের প্রতিশ্রুতির মতো: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রকাশিত 'সংকল্প পত্র' ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার বিজেপির ইস্তেহারকে চিটফান্ড সংস্থার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তুলনা করে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় বিজেপির ইস্তেহার প্রকাশ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেন অভিষেক। তিনি বলেন, বিজেপির প্রতিশ্রুতি চিটফান্ডের মতো। এদের কোনও মূল্য নেই। বেকার যুবক-যুবতী ও মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আরেকটি 'জুমলা' ছাড়া কিছু নয়।

তিনি অভিযোগ করেন, প্রথমে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ দখলের চেষ্টা করেছিল বিজেপি। তাতে ব্যর্থ হয়ে এখন আর্থিক সহায়তার প্রলোভন দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, বিজেপি প্রকৃত অর্থে ফেডারেল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।

এদিন তিনি বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন। অভিষেকের কথায়, ইস্তেহার প্রকাশের আগে বাংলার মানুষের কাছে এই প্রক্রিয়ায় হয়রানির জন্য অমিত শাহের ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের হয়রানির জন্যই আগামী ২০ বছর বিজেপি বিরোধী দল হিসেবেই থাকবে।

বিজেপির অতীত প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, কালো টাকা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এছাড়া পণ্য ও পরিষেবা কর-এর অপরিকল্পিত প্রয়োগ দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করেন কেন রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালু করা হয়নি। তাঁর মতে, এই প্রকল্প চালু হলে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ বঞ্চিত হতেন শর্তের কারণে। তাই রাজ্য সরকার নিজেদের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প চালু করেছে, যেখানে কোনও শর্ত ছাড়াই সকলেই সুবিধা পেতে পারেন।

এই মন্তব্যের ফলে নির্বাচন ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

২৩ কোটি টাকার 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' সাইবার প্রতারণা মামলায় চার্জশিট দাখিল সিবিআই-এর

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল(আইএএনএস): প্রায় ২৩ কোটি টাকার 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' সাইবার প্রতারণা মামলায় শিলিগুড়ির এক অভিযুক্ত ও তার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে সিবিআই। শুক্রবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্ট-র নির্দেশে মামলাটি সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, দিল্লির এক প্রবীণ নাগরিককে ভুয়ো আইনি নোটিশ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ভিডিও কলের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে এই বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়।

সিবিআই জানিয়েছে, এই মামলায় অভিযুক্ত সাগ্নিক রায়-কে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। চার্জশিটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিকিউরিং ওয়ার্ল সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল-এর নামও উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রতারণার অর্থ লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতারণার অর্থ জমা পড়েছিল। তথাকথিত 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর নামে ভুক্তভোগীকে চাপ সৃষ্টি করে টাকা স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হয়।

সিবিআইয়ের দাবি, অভিযুক্তরা ভিডিও কলে নিজেদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগের আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিত এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করত, যার ফলে তিনি বিপুল অঙ্কের অর্থ পাঠাতে বাধ্য হন।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, একই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেশের অন্যান্য অন্তত দু'টি সাইবার প্রতারণার সঙ্গেও যুক্ত। এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অপরাধমূলক অর্থ গ্রহণ করে পরে একাধিক 'মিউল অ্যাকাউন্ট'-এর মাধ্যমে তা সরিয়ে ফেলা হত, যাতে অর্থের উৎস গোপন রাখা যায়।

এই প্রেক্ষিতে সিবিআই সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। সংস্থার স্পষ্ট বক্তব্য, 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' নামে কোনও আইনি ধারণা নেই। তাই এই ধরনের ফোন কল বা বার্তায় আতঙ্কিত না হয়ে সত্যতা যাচাই করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নাগরিকদের অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য শেয়ার না করার এবং সন্দেহজনক ঘটনার ক্ষেত্রে জাতীয় সাইবার অপরাধ পোর্টাল বা স্থানীয় থানায় দ্রুত অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬: ১৪৯ পুলিশকর্মীকে ভোটের দায়িত্ব থেকে সরাল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) পশ্চিমবঙ্গে ১৪৯ জন নিম্নস্তরের পুলিশ আধিকারিককে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অপসারিত ও বদলিকৃত এই ১৪৯ জন পুলিশ আধিকারিকের মধ্যে ৮১ জন ইন্সপেক্টর এবং ৬৮ জন সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে যে, এই ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টর নতুন দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কমিশনের পক্ষ থেকে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শুক্রবার বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ নতুন পদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

জানা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপাররাই এই বিষয়ে কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করবেন।

নির্বাচন কমিশন আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, এই পুলিশ আধিকারিকদের একটি মুচলেকা দিতে হবে, যেখানে তাঁরা অঙ্গীকার করবেন যে, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফায় ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে এবং দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। ফলাফল ৪ মে ঘোষণা করা হবে।

যেসব পরিদর্শককে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কোচবিহারের দুজন; রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার চারজন; ইসলামপুর পুলিশ জেলার চারজন; আলিপুরদুয়ারের একজন; দক্ষিণ দিনাজপুরের তিনজন; শিলিগুড়ির দুজন; ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তিনজন; বারুইপুর পুলিশ জেলার দুজন; বারাসাত পুলিশ জেলার তিনজন; বসিরহাট পুলিশ জেলার একজন; বনগাঁ পুলিশ জেলার একজন; ব্যারাকপুরের চারজন; বিধাননগরের ছয়জন; কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার চারজন; রানাঘাট পুলিশ জেলার চারজন; আসানসোল-দুর্গাপুরের একজন; পশ্চিম মেদিনীপুরের তিনজন; পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁচজন; পুরুলিয়ার দুজন; বীরভূমের দুজন; জলপাইগুড়ির একজন; মালদার তিনজন এবং বাঁকুড়ার একজন।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের এক অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ আধিকারিকদের বদলির প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথম ধাপটি ছিল শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের জন্যযেমন ডিরেক্টর জেনারেল, অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলরা।

দ্বিতীয় ধাপে মধ্যম সারির আধিকারিকদের বদলি করা হয়; এঁদের মধ্যে ছিলেন পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং ডেপুটি পুলিশ সুপাররা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন: ইস্তেহার প্রকাশ করল বিজেপি অনুপ্রবেশ রোধ, স্বচ্ছ নিয়োগ ও নারী ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতীয় জনতা পার্টি আজ তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার 'সংকল্প পত্র' প্রকাশ করল। ইস্তেহার প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ইস্তেহারে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারি নিয়োগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নারী ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

অমিত শাহ জানান, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ রোধে 'ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট' নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা এবং গবাদি পশু পাচার রুখতে কঠোর পদক্ষেপের কথাও জানান তিনি।

নিয়োগ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, সমস্ত সরকারি নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে করা হবে এবং 'ক্যাশ-ফর-জব' দুর্নীতির অবসান ঘটানো হবে। বেকার যুবকদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ১৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির কারণে চাকরি হারানো প্রার্থীদের বয়সসীমায় সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের ছাড় দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যে বড় বিনিয়োগ আকর্ষণ করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হবে। পাশাপাশি শিল্পের জন্য ভূমি নীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দেন তিনি। হালদিয়া বন্দরের উন্নয়ন, তাজপুর ও কুলপিতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। চা ও পাট শিল্পের বিকাশেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইস্তেহারে সরকারি চাকরিতে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ, প্রতিটি জেলায় মহিলা থানা ও মহিলা ডেস্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য ১০০ শতাংশ বিনামূল্যে পরিবহন পরিষেবার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।এছাড়া মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত মামলার তদন্তের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়েছে।

তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে স্বস্তি, পবন খেরাকে এক সপ্তাহের আগাম জামিন

হায়দরাবাদ, ১০ এপ্রিল(আইএএনএস): কংগ্রেস নেতা পবন খেরাকে এক সপ্তাহের জন্য আগাম জামিন দিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট। অসম পুলিশের দায়ের করা মামলায় এই অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি পান তিনি।

আদালত জানিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে খেরা সংশ্লিষ্ট আদালতে নিয়মিত জামিনের আবেদন করতে পারবেন। বিচারপতি কে. সুজনা বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে রায় সংরক্ষণ করেছিলেন এবং শুক্রবার তা ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, অসমে আইনি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুবিধার্থে ট্রানজিট আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন পবন খেরা। তাঁর পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু আদালতে বলেন, এই মামলা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল। তিনি দাবি করেন, খেরা পলাতক নন এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

অন্যদিকে, অসম পুলিশের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল এই আবেদনকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, দিল্লির বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও খেরা কেন অসমে গিয়ে আবেদন করছেন না, তার যথেষ্ট কারণ দেখাতে পারেননি।

উল্লেখ্য, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা-র স্ত্রী-কে নিয়ে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করার পরই পবন খেরা-র বিরুদ্ধে মানহানি, জালিয়াতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে অসম পুলিশ।খেরার অভিযোগ ছিল, রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট রয়েছে এবং বিদেশে অঘোষিত সম্পত্তি আছে। এই অভিযোগের পর থেকেই তাঁকে নজরে রাখে পুলিশ।

মঙ্গলবার অসম পুলিশের একটি দল দিল্লিতে খেরার বাড়িতে গেলেও তাঁকে সেখানে পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি হায়দরাবাদে তাঁর বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।এদিকে, একটি ভিডিও বার্তায় পবন খেরা জানান, তিনি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবেন না এবং তাঁর তোলা অভিযোগের জবাব দাবি করতেই থাকবেন।

টিপিএসসি'র প্রস্তুতির সময় এবং পরীক্ষা বিলম্বের দাবিতে টিইএস পরীক্ষার্থীর বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে শতাধিক চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কে চাকরি বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় নিয়োগের পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটি এবং কলকাতা সহ সারা দেশে ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা। বিওবি অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় স্পেশালিস্ট অফিসার, ডেপুটি ম্যানেজার বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১০৪টি। দপ্তরের প্রয়োজনে শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অধিক নম্বরের পাশাপাশি পিজি করা থাকলে বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২৪-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো দেশজুড়ে ৩৯টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। প্রয়োজনে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমেও নিয়োগ হতে পারে।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৩-২০২৬-এ ২৪ থেকে ৪৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১০৪-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৩টি, এসটি'র জন্য ২৬টি, ওবিসি'র জন্য ২১টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩১টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৬টি পদ। পদের নাম, পদের সংখ্যা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ— ক্রমিক নং ১ ঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় স্পেশালিস্ট অফিসার তথা ডেপুটি ম্যানেজার সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অধিক নম্বরে এবং পিজি করা থাকলে বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২৪-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো দেশজুড়ে ৩৯টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। প্রয়োজনে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমেও নিয়োগ হতে পারে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। উল্লেখ্য, আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে ত্রিপুরার প্রার্থীরা কাছাকাছি কেন্দ্র হিসেবে 'গুয়াহাটি' অথবা 'কলকাতা' কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন। সারা দেশ জুড়ে এরকম আরো ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে তা আগে থেকে ফর্ম ফিলামের সময় তা উল্লেখ করে দিতে হবে। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৬ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর ও সিভি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রেপরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ১০০০ অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হিসেবে সুপরিচিত পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে বিশেষ বিভাগে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে ১,০০০ জন নিয়োগ হচ্ছে পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 'পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে' চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৩-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। যেমন, মোট ১,০০০টি শূন্যপদের মধ্যে ৪২৫টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত হিসেবে। এছাড়া, ১৪৫টি এসসি, ৬৮টি এসটি, ২৬৪টি ওবিসি এবং ৯৮টি পদ ইডব্লিওএস অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি, পিজি অথবা সিএ পাশ হতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও নম্বরেরও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আবেদনের আগে বিজ্ঞপ্তির পুরোটা দেখে নেবেন। তবে ব্যাঙ্ক, পিএসইউ, কর্পোরেট সেক্টর, নন্ ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি ইত্যাদি যে-কোনও সেক্টরে নির্দিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

শূন্যপদগুলি হলো — ক্রমিক নং ০১ ঃ পদের নাম লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার ইন জেএমজিএস-ওয়ান ঃ মোট শূন্যপদ ১,০০০টি। রাজ্যওয়ারি বিভাজন এই রকমঃ ছত্তিশগড়ে আবশ্যিক ভাষা হিন্দি। শূন্যপদ ৮০টি। এর মধ্যে এসসি - ১২, এসটি - ৬, ওবিসি - ২১, ইডব্লিওএস - ৮টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৩টি অসংরক্ষিত। শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষমদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত। গুজরাটে আবশ্যিক ভাষা গুজরাটি। শূন্যপদ ১২৫টি। এর মধ্যে এসসি - ১৮, এসটি - ৯, ওবিসি - ৩৩, ইডব্লিওএস - ১২টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫৩টি অসংরক্ষিত। শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষমদের জন্য ৫টি সংরক্ষিত। হিমাচল প্রদেশে আবশ্যিক ভাষা হিন্দি। শূন্যপদ ২০টি। এর মধ্যে এসসি - ৩, এসটি - ১, ওবিসি - ৫, ইডব্লিওএস - ২টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯টি অসংরক্ষিত। ঝাড়খন্ডে আবশ্যিক ভাষা হিন্দি। শূন্যপদ ১০টি। এর মধ্যে এসসি - ১, ওবিসি - ২, ইডব্লিওএস - ১টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৬টি অসংরক্ষিত। কর্ণাটকে আবশ্যিক ভাষা কানাড়া। শূন্যপদ ৬০টি। এর মধ্যে এসসি - ৯, এসটি - ৪, ওবিসি - ১৬, ইডব্লিওএস - ৬টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৫টি অসংরক্ষিত। শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষমদের জন্য ২টি সংরক্ষিত। এভাবে সমস্ত রাজ্যের নির্দিষ্ট কোটা ও শূন্যপদের বিভাজন ইত্যাদি পদের বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২০ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইনে ফি পেমেন্ট করতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমার পরিবর্তে নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট রিসিপ্ট কপি, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার রিসিপ্ট কপির একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। একটিই মূল পরীক্ষা। ১২০টি প্রশ্নের পূর্ণমান ১২০। সময়ও পাবেন ১২০ মিনিট। এছাড়া, নম্বরের বিন্যাস, সময় সূচি, বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, তবে পরীক্ষা দিতে হবে বহিঃরাজ্যে গিয়ে। অনলাইনে পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৮-১০ আগে থেকে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারেরপদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবেনা।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
গেইট স্কোরের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, জুনিয়র ম্যানেজার (বহিঃরাজ্যে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (বিএসএনএল)**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, ইঞ্জিনিয়ার (বহিঃরাজ্যে পুর প্রশাসন),**
শূন্যপদ ঃ ২২৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২৪-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড-কনস্টেবল (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এস.আই (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* পদের নাম ঃ **আধার সুপারভাইজর, অপারেটর (সিএসসি সেন্টার, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ (স্পোর্টস অথরিটি)**
শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু এসএসবি-তে ১,১১১ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সশস্ত্র সীমা বলে সহস্রাধিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি তিনটি ধাপে প্রকাশিত হয়েছে। দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল পর্যন্ত রয়েছে। এসএসবি-তে কনস্টেবল, এসআই, হেড কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদ ঃ ১,১১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেকপাশ বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, স্কিল টেস্ট, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কনস্টেবল কুক, ওয়াশারম্যান, বারবার, সাফাইওয়ালা, ওয়াটার ক্যারিয়ার, ড্রাইভার এবং এসআই, হেড কনস্টেবল, ইত্যাদি পদে ১,১১১ জন ট্রেডসম্যান নেবে সশস্ত্র সীমাবলে। এগুলি গ্রুপ-সি কম্ব্যাটাইজড নন-গেজেটেড (নন-মিনিস্টেরিয়াল) পদ। মূল মাইনে লেভেল ফোর অনুযায়ী ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা, মূল মাইনে লেভেল থ্রি অনুযায়ী ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা, সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা। নিয়োগ বা বদলি হতেপারে দেশে বা দেশের বাইরে যে-কোনও জায়গায়। এই চাকরি পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্যই।

মাধ্যমিক পাশের পর সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা (বা ১ বছরের আইটিআই সার্টিফিকেট সহ ১ বছরের অভিজ্ঞতা) বা ২ বছরের আইটিআই ডিপ্লোমা যাঁদের আছে তাঁরা ২০-০৪-২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৭-এর মধ্যে বয়স ও নিচের মতো শারীরিক মান থাকলে আবেদন করতে পারেন। কোনও ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ১৮-৩০ বছর। শারীরিক মান দরকার লম্বা অন্তত ১৬৭.৫ সেমি (পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের ১৬৫ সেমি, উপজাতি শ্রেণির জন্য ১৬২.৫ সেমি), বুকের ছাতি স্বাভাবিক অবস্থায় ৭৮ সেমি, ফুলিয়ে ৮৩ সেমি (উপজাতিদের জন্য যথাক্রমে ৭৬৯৮১ সেমি)। ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সং। সঙ্গতিপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া ৬/৬ ও ৬/৯ মানের। ভাঙ্গা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা চাউনি ইত্যাদি ত্রুটি থাকলে এই চাকরিতে আবেদন করা যাবে না। সুস্থ-সবল ও মানসিক দৃঢ়তা থাকাটা এই চাকরির পক্ষে আবশ্যক। কোনও কোনও পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ২৩ এবং ২৫ বছর। বিস্তারিত বিজ্ঞাপন থেকে দেখে নিতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতেপারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আইটিআই পাশ করা না হলেও আবেদন করতে পারবেন, তবে আইটিআই সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। প্রার্থীবাছাই হবে কাগজপত্র পরীক্ষা, তারপর শারীরিক মান যাচাই, সফল হলে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট (তৃত্রব), সফল হলে লিখিত পরীক্ষা, তাতেও সফল হলে ট্রেড টেস্ট ও সবশেষে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। পিইটিতে থাকবে: ছেলেদের ক্ষেত্রে ২৪ মিনিটে ৪.৮ কিমি দৌড়, মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ মিনিটে ২.৪ কিমি দৌড়। এতে সফল হলে, ১০০ নম্বরের ২ ঘণ্টার অবজেক্টিভ টাইপের লিখিত পরীক্ষা। তাতে থাকবে জেনারেন অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল নলেজ, বুনিয়াদি অঙ্ক, বিশ্লেষণী দক্ষতা, ইংরিজি । হিন্দির জ্ঞানঙ্গ লিখিত পরীক্ষার ন্যূনতম সাফল্যমান ৩৫ শতাংশ (তফশিলি ও ওবিসিদের জন্য ৩৩ শতাংশ) নম্বর। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৭৫ নম্বরের ট্রেড টেস্ট। পদ অনুযায়ী ট্রেড টেস্টগুলির আয়োজন করা হবে। ট্রেড টেস্ট করা হবে পদের কাজ অনুযায়ী। টেস্টের বিষয় নির্বাচন করবেন বোর্ড অফ অফিসার্স। ট্রেড টেস্টে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর তুলতেই হবে, যদিও সেই নম্বর মেধাতালিকায় যোগ হবে না। সব শেষে বিশেষ ডাক্তারি পরীক্ষা করে মেরিট লিস্ট অনুসারে চাকরিতে ডাকা হবে। পরীক্ষার স্থান-কাল পরে অ্যাডমিট কার্ডে জানানো হবে। কিন্তু আলাদাভাবে চিঠি পাঠানো হবে না, সবই জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষার ডাক পেলে সেখানে ৬-৭ দিন নিজখরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাক্তন সেনা কর্মীদের যা কিছু ছাড় বা পরীক্ষা হবে যথারীতি নিয়মানুসারে।

মোট শূন্যপদের মধ্যে- কনস্টেবল ৮২৭টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৮৩টি, ইডব্লিওএস ৬৪টি, ওবিসি ১৯১টি, এসসি ১২৮টি, এসটি ৬১টি সংরক্ষিত। হেড কনস্টেবল ২৩৩টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০৫টি, ইডব্লিওএস ২০টি, ওবিসি ৬২টি, এসসি ২৭টি, এসটি ১৯টি সংরক্ষিত। সাব-ইন্সপেক্টর ৫১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৮টি, ইডব্লিওএস ২টি, ওবিসি ৯টি, এসসি ৯টি, এসটি ৩টি সংরক্ষিত। এভাবে সব ক'টি পদের বিশদ বিভাজন পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * বহিঃরাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, জুনিয়র ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্ত সাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* বিএসএনএল-এ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **এক্সিকিউটিভ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে পুর প্রশাসনের অধীনে **ক্লার্ক, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২৪-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এসএসবি-তে **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এসএসবি-তে **হেড-কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এসএসবি-তে **এস.আই** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* বহিঃরাজ্যে সিএসসি সেন্টারে **আধার সুপারভাইজর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে। * স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ সাই-য়ে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার ইস্তফা, ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার মাঝেই পদত্যাগ

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস): যশবন্ত বর্মার, এলাহাবাদ হাইকোর্টের-এর বিচারপতি, চলমান ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার মাঝেই হঠাৎ পদত্যাগ করলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মর্মু-এর কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন, যা তাঁর বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটাল।

ইস্তফাপত্রে বিচারপতি বর্মা লিখেছেন, ''আমি আমার এই সিদ্ধান্তের কারণ আপনার সম্মানিত দপ্তরের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না,'' এবং ''গভীর বেদনার সঙ্গে'' তিনি এই পদ ছাড়ছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, এই পদে কাজ করা তাঁর কাছে গর্বের বিষয় ছিল।

এই ইস্তফার অনুলিপি প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত-এর কাছেও পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৫ সালের ১৪ মার্চ দিল্লি হাইকোর্টে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর সরকারি বাসভবনের একটি আউটহাউসে আগুনে পোড়া নগদ অর্থ উদ্ধার হওয়ার অভিযোগের পর থেকেই যশবন্ত বর্মার বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন। এরপর ২০২৫ সালের জুলাই মাসে লোকসভা ও রাজ্যসভায় যথাক্রমে ১৪৫ ও ৬৩ জন সাংসদের সমর্থনে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট নোটিশ আনা হয়। লোকসভা-এর স্পিকার বিচারপতিদের (ইনকোয়ারি) আইন, ১৯৬৮ অনুযায়ী একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

এদিকে, সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি বিচারপতি বর্মার একটি আবেদন খারিজ করে দেয়, যেখানে তিনি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও সতীশ চন্দ্র-এর বেঞ্চ জানায়, এই মামলায় আবেদনকারী কোনও ধরনের রিলিফ পাওয়ার যোগ্য নন।

বিচারপতি বর্মা অভিযোগ করেছিলেন যে, সংসদের দুই কক্ষেই একসঙ্গে ইমপিচমেন্ট নোটিশ আনার ক্ষেত্রে স্পিকার ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের যৌথ পরামর্শ প্রয়োজন ছিল, যা মানা হয়নি।এর আগেও তিনি সুপ্রিম কোর্টের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে উদ্ধার হওয়া নগদের ওপর তাঁর ''গোপন বা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ'' ছিল। সেই আবেদনও খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত, এবং তদন্ত প্রক্রিয়াকে ''ন্যায্য ও সঠিক'' বলে অভিহিত করে।

বেঙ্গল পিডিএস কেলেঙ্কারি রাজ্যের ১২ জায়গায় একযোগে ইডি-র তল্লাশি অভিযান

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস): রেশন বণ্টন দুর্নীতি (পিডিএস কেলেঙ্কারি) মামলায় শুক্রবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ইডি। সূত্রের খবর, রাজ্যের মোট ১২টি স্থানে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।

তল্লাশির আওতায় রয়েছে কলকাতা-সহ উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং হাওড়া জেলার একাধিক এলাকা। কলকাতায় সেন্ট্রাল এলাকার পোদ্দার কোর্টের একটি বাণিজ্যিক ভবনে এক ব্যবসায়ীর অফিস এবং দক্ষিণ কলকাতার মিন্টো পার্কে আরেক ব্যবসায়ীর অফিসে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি, দক্ষিণ কলকাতার লর্ড সিনহা রোডে ওই ব্যবসায়ীর আবাসনেও অভিযান চলছে।

ইডি-র প্রতিটি দলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ)-এর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে।

তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম সামনে আসে। সেই সূত্র ধরেই শুক্রবারের এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে প্রথম রেশন দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ, জনবণ্টন ব্যবস্থার (পিডিএস) জন্য বরাদ্দ খাদ্যশস্যের একটি বড় অংশ বেআইনিভাবে খোলা বাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল।

পরবর্তীতে এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে ইডি। তদন্তে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রাক্তন খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী অন্যতম।

বর্তমানে জামিনে মুক্ত খাদ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

অসমের করিমগঞ্জ উত্তর কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

গুয়াহাটি, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস) : অসমের করিমগঞ্জ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণের নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশন জানিয়েছে, ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভোটগ্রহণকে বাতিল ঘোষণা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, করিমগঞ্জ উত্তর কেন্দ্রের 'বেবি ল্যান্ড ইংলিশ হাই স্কুল' বুথে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যদিও ভোট বাতিলের নির্দিষ্ট কারণ কমিশনের তরফে জানানো হয়নি, তবে সাধারণত ভোটপ্রক্রিয়ায় বিঘ্ন, নিয়ম লঙ্ঘন বা অভিযোগের ভিত্তিতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১০ এপ্রিল জারি করা নির্দেশিকায় কমিশন জানায়, মাঠপর্যায়ের রিপোর্ট এবং ''সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি'' বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৫৮(২)(এ) ধারার অধীনে এই বুথের ভোট বাতিল করা হয়েছে।

কমিশন জানিয়েছে, আগামী ১১ এপ্রিল (শনিবার) সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হবে।

এই সংক্রান্ত নির্দেশ ইতিমধ্যেই অসমের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ভোটারদের পুনর্নির্বাচনের বিষয়ে অবগত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের লিখিতভাবে বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে, যাতে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা যায়। পুনর্নির্বাচনের সময় ২০২৩ সালের 'রিটার্নিং অফিসারদের হ্যান্ডবুক'-এর ১৩ নম্বর অধ্যায়ের সমস্ত নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার কথাও বলা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জোর দিয়ে জানিয়েছে, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সমস্ত প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। এ জন্য পর্যবেক্ষক ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদেরও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অসমে চলতি বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য ভোটার উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে। এই পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটাররা যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই কমিশনের লক্ষ্য।

বিজেপি 'বহিরাগতদের কারখানা', বাংলায় তাদের কোনও স্থান নেই: মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস): বিজেপিকে 'বহিরাগতদের কারখানা' বলে কটাক্ষ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে এক নির্বাচনী জনসভায় এই মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ তোলার সমালোচনা করে মমতা বলেন, বাংলাভাষায় কথা বললেই বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের 'অনুপ্রবেশকারী' তকমা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ''আপনি যদি বাংলা ভাষায় কথা বলেন, আপনাকে নির্য্যাতন করা হচ্ছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে। দিল্লির শাসকরা এর জবাব দেবেন কি? বাংলা বললেই কেন কাউকে অনুপ্রবেশকারী বলা হবে?'' বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, ''অনেকে বলছেন বিজেপি অনুপ্রবেশকারীদের কারখানা। আমি বলছি, ওরা বহিরাগতদের কারখানা। বাংলায় বহিরাগতদের কোনও জায়গা নেই।''

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কেও তীব্র কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ইডি ও সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় দেখানো হচ্ছে।

মমতা বলেন, ''ও মোটা ভাই, ইডি-সিবিআই দিয়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছেন। মানুষকে ধমকানো আর ভয় দেখানোই ওঁর কাজ। বিজেপি আমাকে ভাঙার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। যত ভাঙার চেষ্টা করবে, আমি তত শক্ত হব।''

এর আগে একই দিনে মিনাখাঁয় আরেকটি সভায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভোটার তালিকা থেকে ৯০ লক্ষেরও বেশি মানুষের নাম বাদ দিয়েছে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে।

তিনি বলেন, ''৯০ লক্ষের বেশি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা আদালতে যাব, এবং সবার নাম পুনর্বহাল করব। তৃণমূলই এই নির্বাচনে জিতবে।''

উল্লেখ্য, বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া শেষে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯১ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

সন্ধান চাই

Ref: Airport PS GD Entry No-22 dated:23/03/2026

পাশের ছবিটি শ্রী সুমন বর্মণ, পিতা শ্রী মানান বর্মণ, সাং-কালীবাজার, থানা-লেফুঙ্গা, পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স-৩৩ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং- শ্যামলা। গত ০২-০৩-২০২৬ ইং দুপুর আনুমানিক ২টা ৪৫ মিনিটে শ্বশুরবাড়ি (পটুনগর) থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি বা নিজের বাড়ি কোথাও ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত সুমন বর্মণ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার(পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/ ৬০৩৩২৩৭৫১৪
৩। এয়ারপোর্ট থানা - ০৩৮১-২৩৪-২২৫৮।

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-35/25

PNIeT No: 04/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 08/04/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Routine maintenance of MLA Hostel at Capital Complex, Agartala under Capital Complex Sub-Division No-I, PWD(Buildings) during the year 2026-27/Group-I. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

DNIET No: 04/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 79,67,949.00, Earnest Money: 19,359.00 and
Time for completion : 180 (One Hundred Eighty) days
Last date & time for online Bidding: 16/04/2026 upto 3:00 PM

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD (Buildings)
Agartala, West Tripura.

ICA/C-50/25

PNIeT No: 06/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 08/04/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Routine maintenance of New Rajbhavan building during the year 2026-27 under PWD Capital Complex Sub-Division-I, Kunjaban Extension, Agartala/Group-I. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

DNIET No: 06/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 9,70,597.00, Earnest Money: 19,412.00 and
ime for completion: 180 (One Hundred Eighty) days
Last date & time for online Bidding: 16/04/2026 upto 3:00 PM

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

ICA/C-52/25

P'NIeT No.:- 8/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 08/04/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No:	03/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of work :	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 02 (Two) Nos. Elevators (Thyssenkrupp make) installed at Assembly Building, Agartala, for a period of 03 (Three) years (w.e.f. 21.05.2026 to 20/05/2029).
Estimated Cost :	Rs. 15,50,385.00
Time of Completion :	03(Three) Years
Bid Fee :	Rs. 1,000
Earnest Money :	Rs. 31,008.00
Last Date and time of submission of Bid :	20/04/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-57/26

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

এডিবি রিপোর্ট: এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি মন্থর, তবু ভারত এগিয়ে থাকবে চিনের থেকেও

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস): এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আগামী দুই বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা মন্থর হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এডিবি। তবে এই পরিস্থিতিতেও ভারত প্রবৃদ্ধির নিরিখে অঞ্চলটির অন্যান্য দেশ, এমনকি চিনকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার সাম্প্রতিক রিপোর্টে।

এডিবি-র বিশ্লেষণ অনুযায়ী, উন্নয়নশীল এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ২০২৬ ও ২০২৭ সালে কমে ৫.১ শতাংশে দাঁড়াতে পারে, যা গত বছরের ৫.৪ শতাংশের তুলনায় কম। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বাণিজ্যিক অনিশ্চয়তার জেরেই এই মন্দার পূর্বাভাস।

অন্যদিকে, ভারতের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে বলে জানানো হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালে ভারতের প্রবৃদ্ধি ৬.৯ শতাংশ হতে পারে এবং ২০২৭ সালে তা বেড়ে ৭.৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদাই এই প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হবে বলে মনে করছে এডিবি।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল এশিয়ার অধিকাংশ দেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা চলতি বছর ও ২০২৭ সালে কিছুটা দুর্বল হতে পারে। তবে ভারত এই পরিস্থিতিতেও তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে থাকবে।

এডিবি-র মতে, এই অঞ্চল অনিশ্চিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির মধ্যেও শক্ত ভিত্তি থেকে যাত্রা শুরু করছে। মজবুত অভ্যন্তরীণ চাহিদা, স্থিতিশীল শ্রমবাজার এবং অবকাঠামোয় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ। যদিও ঝুঁকির দিক এখনও প্রবল রয়েছে।

চিনের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি বছরে চিনের প্রবৃদ্ধি ৪.৬ শতাংশ এবং আগামী বছরে ৪.৫ শতাংশ হতে পারে, যা গত বছরের ৫ শতাংশের তুলনায় কম। সম্পত্তি বাজারের দুর্বলতা এবং রফতানি বৃদ্ধির গতি কমে যাওয়াই এর প্রধান কারণ।

এডিবি-র প্রধান অর্থনীতিবিদ এলবার্ট পার্ক জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। পাশাপাশি, বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতির অস্থিরতাও প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। বেসরকারি খরচের স্থিতিশীলতা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সংক্রান্ত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি আঞ্চলিক অর্থনীতিকে কিছুটা সমর্থন জোগাতে পারে বলে মনে করছে এডিবি।এছাড়া, অদূর ভবিষ্যতে তেলের দাম কিছুটা বেশি থাকলেও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কমলে তা ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

নদিয়ার কৃষ্ণনগর (উত্তর) কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর (উত্তর) বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অবিনাভ ভট্টাচার্য-এর মনোনয়ন বাতিল করল নির্বাচন কমিশন। আসন্ন দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের পর তৃণমূলের দ্বিতীয় প্রার্থী হিসেবে আগে থেকেই মনোনয়ন জমা দেওয়া সোমনাথ দত্ত এখন দলের প্রধান প্রার্থী হিসেবে লড়বেন কৃষ্ণনগর (উত্তর) কেন্দ্রে।

জানা গেছে, রিটার্নিং অফিসার জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৯এ ধারায় অবিনাভ ভট্টাচার্যের মনোনয়ন বাতিল করেন। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়িক চুক্তি থাকায় তিনি প্রার্থী হওয়ার যোগ্য নন। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি যদি সরাসরি সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বা সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত থাকে, তাহলে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না।

নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের ঠিকাদার হিসেবে তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকায় তিনি মনোনয়ন জমা দিতে পারেন না। এই সিদ্ধান্তে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অবিনাভ ভট্টাচার্য বলেন, ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক এবং তিনি দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন। কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র-ও এই সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, সোমনাথ দত্তই এখন এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী।

উল্লেখ্য, সম্ভাব্য জটিলতার কথা আগেই আন্দাজ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময়ে সোমনাথ দত্তকে দ্বিতীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিতে বলা হয়েছিল।

এর আগে ২০২৪ সালে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর-এর মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল 'নো ডিউস' শংসাপত্র জমা না দেওয়ার কারণে। পরে দলের দ্বিতীয় প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য-কে প্রার্থী করা হয়।

এই ঘটনার ফলে নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

উন্নত কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদার করল ভারত ও মরিশাস

পোর্ট লুইস/নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল(আইএএনএস): মরিশাস সফরে গিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম-কে পাঠানো বার্তায় তিনি ৯ম ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স সফলভাবে আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং তাঁকে ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।

বিদেশমন্ত্রী উল্লেখ করেন, মাত্র এক বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে দুই দেশের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২৫ সালের মার্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-এর মরিশাস সফরের সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'এনহান্সড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এ উন্নীত করা হয়। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও পারস্পরিক আস্থার বন্ধনকে প্রতিফলিত করে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিধি বাড়িয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে জয়শঙ্কর জানান, গত বছর ঘোষিত বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ বর্তমানে 'এক্সচেঞ্জ অফ লেটারস'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাতে ভারতের সহায়তার প্রসঙ্গে তিনি জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে একটি রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি আয়ুস সেন্টার অফ এক্সেলেন্স, মরিশাস, রডরিগেজ ও আগালেগা দ্বীপে বিভিন্ন কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পও এগিয়ে চলেছে বলে জানান। টেকসই জ্বালানি সহযোগিতাও গুরুত্ব পেয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে মরিশাসকে ই-বাস, সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং আন্তর্জাতিক সৌর জোট ও গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স-এর আওতায় সহযোগিতা প্রদান করেছে। পাশাপাশি, একটি ভারতীয় সংস্থা মরিশাসে প্রথম ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলছে।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে জয়শঙ্কর জানান, শিগগিরই মরিশাসে একজন ডিফেন্স অ্যাটাশে নিয়োগ করা হবে, যা সামুদ্রিক সহযোগিতা ও যৌথ হাইড্রোগ্রাফি পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মরিশাসের সরকারি কর্মীদের জন্য 'আইজিওটি কর্মযোগী' পোর্টাল চালু করা হয়েছে, যা এই প্ল্যাটফর্মের প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্করণ। এছাড়া শিক্ষা ও শ্রমক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ছে।বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও মরিশাসের উচ্চশিক্ষা কমিশনের মধ্যে চুক্তি এবং শ্রম সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক কার্যকর হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তাকেও অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত ও মরিশাস তেল ও গ্যাস সরবরাহে সরকার-স্তরের একটি চুক্তি চূড়ান্ত করেছে।

শেষে জয়শঙ্কর 'নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি', 'ভিশন মহাসাগর' এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-এর প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, মরিশাসের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী।

মন্ত্রী সান্তনা চাকমার পরিবহন কর্মীকে চড় মারার অভিযোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সিট্যুর। ছবি নিজস্ব।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মেইনস পরীক্ষার তারিখ পিছোনোর দাবিতে টিপিএসসি-তে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-ওয়ান ও গ্রেড-টু পদে মেইনস পরীক্ষার তারিখ পিছোনোর দাবিতে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলেন চাকরি প্রত্যাশীরা।

শুক্রবার টিপিএসসি কার্যালয়ে গিয়ে প্রার্থীরা এই ডেপুটেশন জমা দেন। জানা যায়, টিইএস ও আরডি দফতরের অধীনে অনুষ্ঠিত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল গত ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এরপর মেইনস পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২ মে ২০২৬।

প্রার্থীদের অভিযোগ, প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশের পর মেইনস পরীক্ষার জন্য মাত্র দেড় মাস সময় পাওয়া যাচ্ছে, যা প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত কম। মেইনস পরীক্ষা মোট ৫০০ নম্বরের, যেখানে টেকনিক্যাল পেপার ও জেনারেল স্টাডিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এত বিশাল সিলেবাস অল্প সময়ে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব নয় বলে দাবি তাদের।

এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার তারিখ কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন চাকরি প্রত্যাশীরা। তাদের মতে, পর্যাপ্ত সময় পেলে তারা আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ বিষয়ে টিপিএসসি কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে প্রার্থীদের।

বিলোনিয়ায় দুর্যোগ মোকাবিলা ও রক্তদান শিবির, স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ এপ্রিল: আজ দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যাবসাপনায় সিভিল ডিফেন্স ও আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক দের নিয়ে একদিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ শিবির,রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শুক্রবার বেলা বারটায় বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলে বিলোনীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচির প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্টানের সূচনা করেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, এছাড়া ছিলেন ডিজাষ্টার মেনেজমেন্টের বিলোনীয়া মহকুমা দায়িত্বরত আধিকারিক ডিসিএম সনয় শীল,ডিসিএম সনত দেওয়ান,অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের আধিকারিক সহ আবহাওয়াবিদ- সূর্য ব্যানার্জী এবং ড. সুমিতাখ্য তালুকদার, প্রদীপ প্রজ্জলনের পর অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দের কাজের প্রতি যত্নবান হওয়া, বিভিন্ন সময়ে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সহযোগিতার কথা বলেন। স্বেচ্ছাসেবক হল নিজের ইচ্ছায় সেবা দান করা।আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে দুর্যোগপূর্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের তৈরী রাখার কথা বলেন। পাশাপাশি রক্তদানের উপর আলোচনা রাখতে গিয়ে রক্তদান মহৎ দান, রক্ত দানের মধ্যে দিয়ে অন্যকে যেমন সাহায্য করা যায় তেমনি নিজের রক্তে কোন ধরনের সমস্যা আছে কিনা তা পরীক্ষার মাধ্যমে জনা যায়,রক্তদান জীবন দান।আলোচনার মাঝে অতিথিরা রক্তদান সল পরিদর্শন করেন এবং রক্ত দাতাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে স্বেচ্ছাসেবকদের ভালো কাজের জন্য তাদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে দুই দিবসীয় জাতীয় সম্মেলনের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল: আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে দুই দিবসীয় জাতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনকে ঘিরে শিক্ষার্থী, অধ্যাপক ও গবেষকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। জানা যায়, সম্মেলনটির জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তিনি এমন ২০০০টি ভিডিও বানাতে পারেন, হুমায়ুন কবির অডিও বিতর্কে মমতাকে কটাক্ষ অমিত শাহের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে হুমায়ুন কবিরের অডিও ক্লিপ বিতর্কে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, হুমায়ুন কবিরের দল ও বিজেপির মধ্যে কোনওরকম গোপন সমঝোতার প্রশ্নই ওঠে না।

একই সঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে কটাক্ষ করে বলেন, ভাইরাল হওয়া ওই অডিও ক্লিপের নেপথ্যে শাসক দলই থাকতে পারে। 'কবির-বিজেপি চুক্তি' নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে শাহ বলেন, আপনারা মমতার ক্ষমতা জানেন না, তিনি এমন ২০০০টি ভিডিও বানাতে পারেন।

হুমায়ুন কবিরের দলের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে তিনি বলেন, হুমায়ুন কবির এবং বিজেপি একেবারে দুই মেরুউত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মতো। আমরা বরং আরও ২০ বছর বিরোধীতে বসে থাকব, কিন্তু এমন দলের সঙ্গে হাত মেলাব না যারা বাংলায় বাবরি মসজিদ গড়ার কথা বলে।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এক সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন, হুমায়ুন কবিরের দল বিজেপির 'বি-টিম' হিসেবে কাজ করছে এবং আসন্ন নির্বাচনে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটাতে একটি গোপন চুক্তি হয়েছে। ওই বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাস একটি অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেন, যেখানে দাবি করা হয়, কবির বিজেপিকে নির্বাচনে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।

অপ্রমাণিত ওই অডিওতে শোনা যায় বলে দাবি, হিন্দু ভোট একত্রিত করতে পারলে মুসলিম ভোট বিভাজনের দায়িত্ব তিনি নেবেন, যাতে তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরানো যায়। এছাড়া তিনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের কথাও বলেছেন বলে অভিযোগ।

এই তথাকথিত ফাঁস হওয়া অডিও ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে অর্থবল ব্যবহার করে নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলেছে। এদিকে, এই বিতর্কের জেরে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি-এর নেতৃত্বাধীন এআইএমআইএম হুমায়ুন কবিরের দলের সঙ্গে জোট ভেঙে দিয়েছে এবং শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সরে যাওয়ার ঘোষণা করেছে।

বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবসে আয়ুষ ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, 'বিকশিত ভারত' লক্ষ্যে ভূমিকার কথা উল্লেখ

নতুন দিল্লি, ১০ এপ্রিল (আইএএনএস): বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস উপলক্ষে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় হোমিওপ্যাথির ভূমিকা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি আয়ুষ মন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব-এর একটি প্রবন্ধ শেয়ার করে এই মন্তব্য করেন।

এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ দেওয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবন্ধটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে হোমিওপ্যাথি ভারতের বহুমাত্রিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে এবং এটি একটি সমন্বিত ও রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে কাজ করছে।

তিনি আরও জানান, শক্তিশালী কমিউনিটি সংযোগ ও টেকসই মডেলের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথি 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আয়ুষ মন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব বলেন, প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী হোমিওপ্যাথির ওপর আস্থা রেখে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন, যা ভারতের মানুষের এই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসকে প্রমাণ করে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, গত কয়েক বছরে হোমিওপ্যাথি বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, বিশেষ করে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণাভিত্তিক প্রয়োগ, সহজলভ্যতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির সঙ্গে একীভূতকরণের মাধ্যমে এর প্রসার ঘটানো হচ্ছে বলেও জানানো হয়।

আয়ুষ সচিব বৈদ্য রাজেশজানান, আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথির মতো ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় তৈরি হচ্ছে, যেগুলোর মূল লক্ষ্য রোগীকেন্দ্রিক ও প্রকৃতিনির্ভর চিকিৎসা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১৯শ শতকের শুরুতে ভারতে হোমিওপ্যাথির আগমন ঘটে এবং বর্তমানে এটি দেশের বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশে বর্তমানে প্রায় ৩.৪৫ লক্ষ নিবন্ধিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, ৮,৫০০-এর বেশি ডিসপেনসারি, ২৭৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ৩৪টি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

ভারতের উন্নয়ন মডেলের প্রশংসায় বিশ্বব্যাংক প্রধান, কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল(আইএএনএস): বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বঙ্গ-র বক্তব্যকে সামনে রেখে ভারতের উন্নয়ন মডেলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী দপ্তর। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি প্রতিবেদন শেয়ার করে এই বার্তা দেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র দপ্তর জানায়, কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব এবং ভারতের সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন মডেল বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর বসন্তকালীন বৈঠকের আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অজয় বঙ্গ বলেন, উন্নয়নকে কেবল পৃথক প্রকল্পে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না; বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির মতো বৃহত্তর ফলাফলের ওপর জোর দিতে হবে। তিনি বলেন, "উন্নয়ন কোনো দান নয়, এটি একটি কৌশল," এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন।

তিনি সতর্ক করে জানান, আগামী ১৫ বছরে প্রায় ১২০ কোটি তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে, কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান তৈরি নাও হতে পারে, যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেনপরিকাঠামোতে বিনিয়োগ, ব্যবসাবান্ধব শাসনব্যবস্থা এবং সহজ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি। এছাড়া পরিকাঠামো, কৃষি, স্বাস্থ্য, উৎপাদন এবং পর্যটন খাতকে কর্মসংস্থানের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অজয় বঙ্গ ভারতের দুগ্ধ সমবায় মডেলের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, এই ধরনের কাঠামো প্রযুক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমে ছোট উৎপাদকদের বাজারে প্রবেশ ও ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সুযোগ বাড়ায়। তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি না হলে বিশ্বজুড়ে অভিবাসন চাপ ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। "ভাবুন, যদি ৮০ কোটি মানুষ আশাহীন হয়ে পড়ে, তার প্রভাব কী হতে পারে,"এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি কর্মসংস্থানের অভাবের সম্ভাব্য বৈশ্বিক প্রভাবের দিকটি তুলে ধরেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মুক্তি পেলেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কাঠমান্ডু, ১০ এপ্রিল(আইএএনএস): কেপি শর্মা অলি এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক-কে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ১৩ দিন কারাগারে থাকার পর বৃহস্পতিবার তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

গত ২৮ মার্চ, গত বছরের সেপ্টেম্বরে 'জেন জেড' আন্দোলন দমনের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত একটি মামলায় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই আন্দোলনে বেশ কয়েকজন প্রতিবাদকারীর মৃত্যু হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে দায়ের করা হেবিয়াস কর্পাস মামলার শুনানিতে নেপালের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, কাঠমান্ডু জেলা আদালতের দেওয়া অতিরিক্ত পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষ হওয়ার পর বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাঁদের মুক্তি দিতে হবে। আদালত জানায়, "তদন্ত সম্পূর্ণ করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নিন, অথবা জাতীয় ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী ওলি ও লেখককে মুক্তি দিন।"

তেলিয়ামুড়ায় বিজেপির শক্তি প্রদর্শন, দেড় হাজার বাইক নিয়ে বিশাল র‍্যালি

তেলিয়ামুড়া, ১০ এপ্রিল: টি টি এ এ ডি সি নির্বাচনের প্রচারের শেষ লগ্নে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছেছে। শুক্রবার ১১ নম্বর মহারানী—তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে আয়োজিত বিশাল বাইক র্যালি কার্যত শক্তি প্রদর্শনের রূপ নেয়।

চাকমাঘাট ব্যারেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া এই র্যালিতে প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি বাইক আরোহী কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। র্যালিটি কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মুঙ্গিয়াকামি, উত্তর ও দক্ষিণ মহারানী এলাকা পেরিয়ে কল্যাণপুর ঘুরে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয় মানিকবাজারে। পথজুড়ে শোনা যায় জোরালো স্লোগান, দেখা যায় সমর্থকদের ব্যাপক উৎসাহ ও নির্বাচনী উন্মাদনা।

র্যালির মাঝপথে রোড শো করেন প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরেন তিনি। পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভর এডিসি গঠনের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়।

র্যালির সূচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি বলেন, "সন্ত্রাস দিয়ে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভোট দিতে চায় এবং সেই পরিবেশেই বিজেপির পক্ষে রায় দেবে।"

নির্বাচনের প্রাক্কালে এই বিশাল বাইক র্যালিকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় রাজনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রচারের শেষ লগ্নে মোহনপুরে বড়সড় ভাঙন, ১০৭৩ ভোটার তিপ্রা মথায় যোগদান

আগরতলা, ১০ এপ্রিল: টিটিএএডিসি নির্বাচনের প্রচারের একেবারে শেষ মুহূর্তে মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত ইউ.ডি নগর বাজার কাতালে বড়সড় রাজনৈতিক ভাঙনের ঘটনা সামনে এসেছে। জানা গেছে, ৩৫৬টি পরিবারের মোট ১০৭৩ জন ভোটার বিজেপি ছেড়ে তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেছেন।

১৪ বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রের তিপ্রা মথা প্রার্থী রুনিয়েলের হাত ধরে এই যোগদান সম্পন্ন হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থী রুনিয়েল দাবি করেন, এই বিপুল সমর্থনই প্রমাণ করে যে তিনি বড় ব্যবধানে জয়লাভ করবেন। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "আমরা ২৫ হাজারেরও বেশি ভোট পাবো এবং এডিসির ২৫টি আসন জিতে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরব।" পাশাপাশি তিনি আরও জানান, চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনুযায়ী তিপ্রা মথা নিশ্চিতভাবেই এডিসি দখল করবে।

স্থানীয়দের একাংশের মতে, প্রচারের শেষ মুহূর্তে এই ব্যাপক যোগদান বিজেপির সংগঠনে বড় ধাক্কা দিয়েছে এবং এর প্রভাব নির্বাচনের ফলাফলেও পড়তে পারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোহনপুর সহ সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে।

ছামনুতে কংগ্রেসের সভা, সিপিএম ছেড়ে ১২ ভোটারের যোগদান

আগরতলা, ১০ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সূর্য লাল চাকমার সমর্থনে আজ ছামনু লালছড়া বাজারে একটি নির্বাচনী বাজার সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ছামনুর নবনিযুক্ত অবজারভার নীলকমল সাহা সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। সভায় বক্তারা আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান এবং এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সভা শেষে ছামনু এলাকায় রাজনৈতিক পালাবদলের ছবি দেখা যায়। জানা গেছে, ৭টি পরিবারের মোট ১২ জন ভোটার সিপিএম দল ত্যাগ করে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

নবযোগদানকারীদের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে দলকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

হেজামারায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, নিহতদের পরিবারের পাশে প্রার্থী ই.এম রবীন্দ্র দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল: দলীয় কর্মসূচি থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই সমর্থকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন তিপ্রা মথা প্রার্থী ইএম ক্ক ঞ্চ রবীন্দ্র দেববর্মা।

জানা যায়, গতকাল তার সমর্থনে অনুষ্ঠিত প্রচার মিছিল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হেজামারা এলাকায় একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দুই দলীয় সমর্থক উপেন্দ্র দেববর্মা ও সুমতি দেববর্মা। দুর্ঘটনার পর মৃতদেহ ময়নাতদন্ত শেষে আজ তাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিন প্রার্থী ই.এম রবীন্দ্র দেববর্মা নিহতদের বাড়িতে গিয়ে শোকাহত পরিবারের পাশে বসে সমবেদনা জানান এবং তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং জানান, এই কঠিন সময়ে তিনি ও তার দল নিহতদের পরিবারের পাশে রয়েছেন।

মনু নদীর উপর নির্মীয়মাণ ব্রিজের অংশ ভেঙে পড়ায় উদ্বেগ, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে সিপিআই(এম) প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১০ এপ্রিল: উনকোটি জেলার পাবিয়াছড়া ও ফটিকরায় বিধানসভার অন্তর্গত তেলিয়া গ্রাম থেকে সোনাইমুড়ি সংযোগকারী মনু নদীর উপর নির্মীয়মাণ ব্রিজের একটি অংশ ভেঙে পড়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির নেতা স্বপন কুমার বৈষ্ণব, প্রাক্তন বিধায়ক সমীরণ মালাকার, কুমারঘাট মহকুমা নেতৃত্ব সুব্রত দাস, প্রসেনজিৎ সিনহা, জয়দেব পাল, অপূর্ব রুদ্রপালসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, ২০১৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৎকালীন পূর্ত দফতরের মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর হাত ধরে এই ব্রিজ নির্মাণের শিলান্যাস হয়। পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন করে টেন্ডার ডেকে কাজ শুরু করা হয়, যেখানে নির্মাণের নিম্নমান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে।

তাদের আরও দাবি, আগরতলার এক ঠিকাদারের পরিবর্তে বহিরাজ্যের কলকাতার একটি সংস্থাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাম নেতারা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বাম নেতৃত্ব জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে।

দুর্গানগরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ (টিএমসি) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাকিব হোসেনের মৃত্যু হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। অপরদিকে, চন্দন দাসের চিকিৎসা চললেও তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা- বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬ বেঙ্গালুরুতে বিনিয়োগকারীদের রোডশো অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১০ এপ্রিল: বিনিয়োগ প্রচারের চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে এবং ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি ''ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা: বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬''-এর প্রস্তুতি হিসেবে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর আজ বেঙ্গালুরুর হোটেল আইটিসি উইন্ডসর-এ ''ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা- ইনভেস্টরস'' রোডশো'' আয়োজন করে।

বেঙ্গালুরু রোডশোটি দক্ষিণ ভারতের শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, স্টার্ট-আপ এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে একটি লক্ষ্যভিত্তিক উদ্যোগ হিসেবে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার শিল্প পরিবেশ, সাম্প্রতিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নীতিগত উদ্যোগ এবং ক্ষেত্রভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগসমূহ তুলে ধরা হয়। এছাড়াও রোড শোতে বিনিয়োগ সহায়তা ও ব্যবসা সহজীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, ত্রিপুরা সরকার শিল্পনীতি সংস্কার, পদ্ধতিগত সরলীকরণ এবং সময়বদ্ধ অনুমোদনের মাধ্যমে ''ইজ অব ডুয়িং বিজনেস'' কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, দক্ষ মানবসম্পদ, উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা এবং কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামোর সহায়তায় ত্রিপুরায় উদীয়মান ও ঐতিহ্যবাহী উভয় শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি শিল্প প্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন।

সচিব কিরণ গিত্যে আরও জানান যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম দ্রুত-বর্ধনশীল অর্থনীতির মধ্যে ত্রিপুরা এখন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এবং রাজ্যের জিডিপি পারফরম্যান্স উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি বলেন, ধারাবাহিক সরকারি বিনিয়োগ, উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ধারণাকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে।

ত্রিপুরার কৌশলগত অবস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বাংলাদেশ-এর সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন, যা আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়াচ্ছে। এর ফলে লজিস্টিকস, ভ্যালু-অ্যাডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিষেবা এবং সীমান্ত-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার তথ্যভিত্তিক চিত্র তুলে ধরে তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পরিষেবা, ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তি-নির্ভর উৎপাদন, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও ফার্মাসিউটিক্যালস, পর্যটন ও আতিথেয়তা, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাঁশ, রাবার ও আগরউড-ভিত্তিক শিল্প, নবায়নযোগ্য শক্তি, নগর পরিকাঠামো, রিয়েল এস্টেট, হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প এবং উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের সুযোগ সমূহ তুলে ধরেন।

এছাড়াও অধিকর্তা ড. দীপক কুমার বিনিয়োগবান্ধব পরিকাঠামো, শিল্পের জন্য জমির প্রাপ্যতা, উপযুক্ত প্রকল্প স্থানের সনাক্তকরণ এবং প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পূর্ণ সহায়তা প্রদানের বিষয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, দ্রুত অনুমোদন ও বিনিয়োগ-পরবর্তী সহায়তা নিশ্চিত করতে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের অধিকর্তা প্রদীপ কৃষ্ণরাজ ত্রিপুরার শিল্প-সংযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করেন, যা বিভিন্ন কর্মসূচি ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলছে।

নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা মেঘা জৈন টেকসই উন্নয়ন, আধুনিক পরিকাঠামো এবং পিপিপি মডেলের মাধ্যমে বেসরকারি অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে পরিকল্পিত নগর প্রকল্প ও ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপের কথা তুলে ধরেন।

এনটিএফপি সেন্টার অব এক্সেলেন্স-এর অধিকর্তা প্রসাদ রাও ভাদ্দারাপু আগরউড শিল্পের জন্য ত্রিপুরার সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিষয় তুলে ধরেন, যা বিনিয়োগকে আরও সহজ ও সম্প্রসারণযোগ্য করে তুলছে।

অনুষ্ঠানে একটি বিস্তারিত উপস্থাপনার পাশাপাশি ইন্টারঅ্যাকটিভ আলোচনা এবং ওয়ান-টু-ওয়ান বি-টু-জি বৈঠকের আয়োজন করা হয়, যেখানে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং নীতিগত ও প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো স্পষ্ট করেন। এই রোডশোর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের ৪৪টি এলওআই/এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বেঙ্গালুরু রোডশোটি দক্ষিণ ভারতের ব্যবসায়িক মহলের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি বিনিয়োগবান্ধব, সংস্কারমুখী ও দ্রুত উন্নয়নশীল রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার অবস্থানকে আরও জোরদার করেছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, ভাঙচুরে লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি সম্পদের ক্ষতি

আগরতলা, ১০ এপ্রিল: সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা সামনে এসেছে, যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকাজুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে সিপাহিজলা জেলার উত্তর চড়িলাম পঞ্চায়েতের পরিমল চৌমুহনী বড়ঢেপা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বন্যপ্রানী সংরক্ষণ ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে মাত্র ১৫ দিন আগেই সিপাহিজলা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি এলাকায় নতুন করে সিমেন্টের পিলার বসানো হয় এবং শক্তপোক্ত ফেন্সিং নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নবনির্মিত অবকাঠামোই দুষ্কৃতীদের নিশানায় পড়ে।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা প্রায় ২ থেকে ৩ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ওই ফেন্সিং ও সিমেন্টের পিলার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি সম্পদের ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, যার আর্থিক পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকায় পৌঁছাতে পারে।

এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই এই ভাঙচুর চালানো হয়েছে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসন ও বনদপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছেন। ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার কথাও ভাবা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

নববর্ষকে ঘিরে বাজারে

● প্রথম পাতার পর

ইলিশ মাছ আমদানি হচ্ছে, যার ফলে বাজারে ইলিশের জোগান ভালো রয়েছে।

ইলিশের দামও তুলনামূলকভাবে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। ফলে ক্রেতাদের মধ্যেও বেশ উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে, নববর্ষকে সামনে রেখে বাজারে একদিকে যেমন ঐতিহ্যবাহী হালখাতার ছোঁয়া, অন্যদিকে ইলিশ মাছের আগমনে উৎসবের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

খোয়াইয়ের নতুন পুলিশ সুপার

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকরাও। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর বিজে রেড্ডি জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, প্রাক্তন পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাস তার দায়িত্ব পালনকালে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ক্রীড়াঙ্গন

আসাম রাইফেলস স্কুলকে নকআউট করে এসডিএম স্কুল সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আরুশ দেববর্মার জোড়া গোল। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টার টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। আগামীকাল (শনিবার) বেলা দুইটায় প্রথম সেমিফাইনালে এসডিএম স্কুল কোচিং সেন্টার, কাতলামারা হাই স্কুলের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, আজ শুক্রবারের ম্যাচে এসডিএম স্কুল কোচিং সেন্টার ২-০ গোলের ব্যবধানে শক্তিশালী আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে মুহূর্তে আরুশ নিজেই আরও একটি গোল করে দলের জয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলে। দ্বিতীয়ার্ধের লড়াই অনেকটা হাড্ডাহাড্ডি হলেও কোন দলের কেউ আর গোলের সুযোগ পায়নি। যার ফলে আরুশের জোড়া গোল এসডি এম স্কুল কোচিং সেন্টার দুরন্ত জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়।

ডন বসকো স্কুল-কে হারিয়ে স্পোর্টস স্কুল সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচেও গোলের বন্যা। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ১২-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে আগরতলা ডন বসকো স্কুল দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে এটি প্রত্যাশিত জয়। প্রথমার্ধেই স্পোর্টস স্কুল ৮-০ গোলে এগিয়ে ছিল। পক্ষান্তরে ডন বসকো স্কুলের খেলোয়াড়রা কোন রকম প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে গোবিন্দ চরণ জমাতিয়া একাই চারটি গোল করে। এছাড়া, আরিব ত্রিপুরা ও ডাইমন্ড হালাম দুজনেই দুটি করে গোল করে। এছাড়া, নায়থক জমাতিয়া, সান জমাতিয়া, জনসন জমাতিয়া ও মাসকানরিয়া রিয়াং প্রত্যেকে একটি করে গোল করে। এদিকে গ্রুপ এ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আসা জন বসকো স্কুল, আগরতলা আজ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে এক প্রকার পরাস্তদস্ত হয়ে এবারের মত টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়। উল্লেখ্য, আগামীকাল (শনিবার) বেলা সাড়ে তিনটায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ও সাই-স্যাগ পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

আইপিএলে একটিও ম্যাচ না খেলেই ছিটকে গেলেন ২ কোটির অলরাউন্ডার

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে জয়ের পরই দুঃসংবাদ লখনউ সুপার জায়ান্টস শিবিরে। আইপিএলের একটিও ম্যাচ না খেলে ছিটকে গেলেন ২ কোটি টাকার অলরাউন্ডার। চোট না সারায় পুরো প্রতিযোগিতাতেই খেলতে পারবেন না তিনি।

গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ। তার পর থেকেই মাঠের বাইরে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার। তাঁর চোট এখনও সারেনি। আইপিএলে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। লখনউয়ের গ্লোবাল ডিরেক্টর টম মুডি বলেছেন, "ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ এ বার আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে না। ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ওর পরিবর্ত খেলোয়াড় বেছে নেওয়ার চেষ্টা করব।" আইপিএলের গত নিলামের আগে হাসরঙ্গকে ছেড়ে দিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। লখনউ তাঁর সঙ্গে ২ কোটি টাকায় চুক্তি করেছিল।

হাসরঙ্গ এখনও বল করতে পারছেন না। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট তাঁকে এই অবস্থায় আইপিএল খেলার অনুমতি দেবে না। শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার নিজেও বোর্ডের কাছে আইপিএল খেলার অনুমতি চাননি। চোট সম্পূর্ণ ঠিক হওয়ার পর হাসরঙ্গকে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে। তার পর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার অনুমতি পাবেন।

হাসরঙ্গের পরিবর্ত হিসাবে লখনউ নিতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকার জর্জ লিন্ডেকে। ৩৪ বছরের অলরাউন্ডার বাঁ হাতে স্পিন করেন। ২৫০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২১৮টি উইকেট রয়েছে লিন্ডের। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এবং নিউ জিল্যান্ড সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা দলে ছিলেন তিনি। আরও কয়েক জন ক্রিকেটার লখনউ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় রয়েছেন।

তিন ওভারে ৪ রান দিয়ে ৯ উইকেট! আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড পেসারের

বিশ্বরেকর্ড করলেন ব্রাজিলের মহিলা ক্রিকেটার লরা কার্ডোসো। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসাবে ৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট ছিল ৮। সেই নজির ভেঙে দিয়েছেন তিনি। লেসোথোর বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েছেন ২১ বছরের ডানহাতি পেসার। ব্রাজিল ৮ উইকেটে ২০২ রান করেছিল। জবাবে মাত্র ১৩ রানে অলআউট হয়ে যায় লেসোথো। তিন ওভারে ৪ রান দিয়ে ৯ উইকেট নেন লরা। আগে এই রেকর্ড ছিল ভুটানের পুরুষ ক্রিকেটার সোমন ইয়েশের দখলে। ২০২৫ সালে মায়ানমারের বিরুদ্ধে ৭ রান দিয়ে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন সোনম। মহিলাদের ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেটের রেকর্ড এর আগে ছিল ইন্দোনেশিয়ার রোহমালিয়া রোহমালিয়ার দখলে। ২০২৪ সালে মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে কোন রান না দিয়ে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন লরা।

মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশগুলির মধ্যে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রয়েছে নিউ জিল্যান্ডের এমি সাদারওয়েটের দখলে। ২০০৭ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রয়েছে ভারতের দীপক চাহারের দখলে। ২০১৯ সালে নাগপুরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৩.২ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

অ্যালেন আউট ছিল না! হেরে অজুহাত খোঁজা শুরু নাইটদের, কাঁদুনি পিচ নিয়েও

খেলা শেষে ক্লাব হাউসের বক্স থেকে নিজের অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মুকুল চৌধুরি নিয়ে প্রশ্ন শুনে কিঞ্চিৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বললেন, "দুর্দান্ত ব্যাটিং করল ছেলেটা। তবে কেকেআর খুব খারাপ বোলিং করেছে। টানা একই জায়গায় বল ফেলে গেল। এভাবে বল করলে জেতা যাবে না।" বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে এলএসজি-র কাছে হারের পর উঠে আসছে ডেথ ওভারে কেকেআরের ব্যর্থতার কথা। নিজেদের শেষ চার ওভারে ৫৪ রান তুলেছে নাইটরা। আর মুকুলের দাপটে শেষ চার ওভারে ৫৪ রান করেই জিতেছে লখনউ। কেকেআর শিবির অবশ্য নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকছে ফিন অ্যালেনের আউট সংক্রান্ত বিতর্ক আর পিচের চরিত্রের আড়ালে। ম্যাচ শেষে রভম্যান পাওয়েল যেমন বলে গেলেন, "অ্যালেনের আউটটা তফাত গড়ে দিয়েছে। আইপিএলে এর থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আম্পায়াররা অনেক বেশি সময় নেন।" পাওয়েল আরও বলছেন, "অ্যালেন আউট না হলেই আমরা জিততাম, বলছি না। তবে ওটা বেশ বড় ভুল তো বটেই।" পুরো ইনিংসে ৪৩টা ডট বল খেলেছে কেকেআর। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের বেশি বলে কোনও রানই করতে পারেননি গ্রিনরা। পাওয়েল যা নিয়ে কাঠগড়ায় তুললেন ইডেন পিচকে। "আজকের পিচটা রেগুলার উইকেটের মতো ছিল না। ব্যাটিং খুব সহজ ছিল না যে নেমেই চালানো যাবে। বরং বোলারদের সুবিধা হচ্ছিল।" তাই যদি হবে, কেকেআর বোলাররা কেন একটার পর একটা ছক্কা খেলেন মুকুল চৌধুরির মতো আনকোরা ব্যাটারের কাছে? স্পষ্ট উত্তর নেই রভম্যানের কাছে। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ খেলতে শুক্রবার শহর ছাড়ছে কেকেআর। দলের সঙ্গে যাচ্ছেন বরুণ চক্রবর্তী, যিনি চোটের জন্য শেষ দু'ম্যাচে দলে ছিলেন না।

বিশ্বকাপের আগে ইউরোপিয়ান দলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা

আগামী জুনে বিশ্বকাপ শুরুর আগে মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস এবং ইউরোপের দেশ আইসল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) গতকাল এ খবর জানিয়েছে। ২০২২ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এই প্রথম ইউরোপিয়ান কোনো দলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

টেক্সাসের কাইল ফিল্ডে ৬ জুন হন্ডুরাসের মুখোমুখি হবে লিওনেল স্কালোনির দল। এরপর ৯ জুন আলাবামায় তাদের মুখোমুখি হবে আইসল্যান্ড। বিশ্বকাপের জন্য ঘোষণা করা স্কোয়াড এ দুটি ম্যাচে খেলাবেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড জমা দিতে ৩০ মে পর্যন্ত সময়সীমা পাচ্ছেন স্কালোনি। আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। 'জে' গ্রুপে আর্জেন্টিনার তিন প্রতিদ্বন্দ্বী দল অস্ট্রিয়া, জর্ডান ও আলজেরিয়া। ১৬ জুন আলজেরিয়ার মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে স্কালোনির দল।

আর্জেন্টিনার এ দুটি প্রীতি ম্যাচ ঠিক হওয়ার আগে জানা গিয়েছিল, এবারই প্রথম বিশ্বকাপ-চক্রে ইউরোপিয়ান কোনো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি না হয়েই পরবর্তী বিশ্বকাপ খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। কিন্তু আইসল্যান্ড প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ ঠিক হওয়ার পর এই কথা আর খাটছে না। বিশ্বকাপে নামার আগে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ প্রীতি ম্যাচটি খেলবে আর্জেন্টিনা।

রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০১৮ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছিল আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে লিওনেল মেসির পেনাল্টি ঠেকান আইসল্যান্ডের গোলকিপার হ্যানস হলডারসন। এখন পর্যন্ত এই একবারই মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। এবার দুটি দলের প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আলাবামার জর্ডান-হের স্টেডিয়ামে। আমেরিকান ফুটবলের এ ভেন্যুর ৮৭ বছরের ইতিহাসে এটাই হবে প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ।

আর্জেন্টিনা এর আগে তিনবার হন্ডুরাসের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই জিতেছে। এই তিন ম্যাচে ৭ গোল করার বিপরীতে তারা হজম করেছে মাত্র ১ গোল। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে হন্ডুরাস ৬৬তম এবং আইসল্যান্ডের অবস্থান ৭৫ নম্বরে।

সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ লিগে ছয়টি ভাইটাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিন মাঠে দুই বেলায় ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় কসমোপলিটন খেলবে হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে। একই সময়ে এমবিবি স্টেডিয়ামে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে পোলস্টার খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় ব্লাড মাউথ ও ওল্ড প্লে সেন্টার, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে চলমান ও মৌচাক ক্লাব, টিআইটি গ্রাউন্ডে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং ইউনাইটেড বিএসটি পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, গ্রুপে এ-তে এখন পর্যন্তশতদল সংঘ পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হয়েছে। ব্লাড মাউথ ক্লাব, ওল্ড প্লে সেন্টার একটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে। গ্রুপ বি থেকে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হয়েছে। কসমোপলিটন, হার্ভে ক্লাব ও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব জয় পেয়েছে একটি করে ম্যাচে।

হারের 'হ্যাটট্রিকে'র দায় কার? রাহানের ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন, কবে হাল ফিরবে কেকেআরের?

প্রথম ম্যাচ হারের পর দুষেছিলেন অস্ট্রেলিয়া বোর্ডকে। 'ক্যামেরন গ্রিনকে বল করানো যাবে না' নির্দেশিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। চতুর্থ ম্যাচে এসে গ্রিন বল করলেন। এবার তিনি-অজিঙ্ক রাহানে কার দিকে আঙুল তুলবেন? নিজের অধিনায়কত্ব? নাকি নিজের ফিল্ডিং? বিপক্ষের সাত উইকেট ফেলে দিয়েও বৃহস্পতিবার জিততে পারল না কেকেআর। ম্যাচ বের করে নিয়ে গেলেন এক অখ্যাত মুকুল চৌধুরী। তার দায় কে নেবে?

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অধিনায়কোচিত ইনিংস এল রাহানের ব্যাট থেকে। ব্যাট করার জন্য সেরকম সহজ ছিল না বৃহস্পতিবারের ইডেন। তার মধ্যেও ২০ বলে ৪১ রানের ইনিংস খেললেন রাহানে। কিন্তু স্রেফ ব্যাটিং করে তো ম্যাচ জেতা যায় না। দ্বিতীয় ইনিংসের অনেকটা সময় ম্যাচ ছিল নাইটদের নিয়ন্ত্রণে। সেখান থেকে হারার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে থেকে যাবে নেতা রাহানের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত।

এদিন প্রথম একাদশে রাখা হয়নি বরুণ চক্রবর্তীকে। বিশ্বকাপ থেকে খারাপ ফর্মে রয়েছেন তারকা স্পিনার। টসের সময় রাহানে জানালেন, হাতের চোট না সারায় খেলছেন না বরুণ। কিন্তু এদিন প্রথম একাদশে ফিরেই ভেলকি দেখালেন সুনীল নারিন। চার ওভারে মাত্র ১৩ রান দিয়ে তুলে নিলেন এক উইকেট। আরেক স্পিনার অনুকূল রায়ের খাতায় দুই উইকেট, ৩২ রান দিয়ে। কে বলতে পারে, বরুণের স্পিন এদিন ইডেনে কামাল করতে পারত না? কেকেআর তো বরাবর ইডেনে ঘূর্ণি পিচ চেয়ে এসেছে। এদিনও ইডেনের বাইশ গজ সাহায্য করেছে নাইট স্পিনারদের।

বরুণকে ছাড়াও জিতে যাওয়ার আশা ছিল কেকেআরের। সেটা যে হল না, তার জন্য রাহানেকে দায়ী করা যেতেই পারে। 'ক্যাচেস উইন ম্যাচেস' কথাটা পুরনো হলেও কতখানি সত্যি, সেটা প্রমাণ হল এদিনের ইডেনে। মারমুখী হয়ে ওঠা মুকুলকে আউট করতে ১৯ ওভারের প্রথম বলেই স্লোয়ার বলের ফাঁদ পেতেছিলেন গ্রিন। লোপ্পা শট মারেন মুকুল, কিন্তু রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে ক্যাচ ছাড়লেন রাহানে। সেখান থেকে আর থামানো যায়নি মুকুলকে। শেষ ওভারের প্রথম বলে আভেশ খান সিঙ্গেল নিয়ে মুকুলকে স্ট্রাইক দেবেন, সেটা অতি সহজেই হতে দিল রাহানের ফিল্ড সেটিং। তার পরেও প্রশ্ন উঠবে না রাহানের নেতৃত্ব নিয়ে?

ঠিক যেন মাহির গল্প! দলে ডাক পেয়ে রাতভর সড়কপথে যাত্রা করেন মুকুল

লক্ষ্মীবারের ইডেনে হেলিকপ্টার শটে মারা ছক্কায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন মুকুল চৌধুরী। পূর্বজ 'মাহিভাই' যে তাঁরও পথ প্রদর্শক, জানাতে ভোলেননি এলএসজির এই নতুন তারা। অবশ্য ধোনির সঙ্গে মুকুলের মিলও অনেক। দু'জনেই যাত্রা শুরু করেছেন ছোট শহর থেকে, যার ক্রিকেট কৌলিন্য নেই বললেই চলে। আবার দু'জনেই উইকেটকিপার-ব্যাটার হয়েছেন স্কুলের কোচের কথায়। ধোনি ফুটবলের গোলকিপার থেকে ক্রিকেটে আসেন। মুকুল আবার করতেন মিডিয়াম পেস। সঙ্গে ভালো ফিল্ডারও ছিলেন তাই স্কুল টিমে উইকেটকিপারের অভাব মেটাতে ভরসা করা হয়েছিল তাঁর উপরে।

আরও একটা বিষয়ে মিল রয়েছে মাহি আর মুকুলের। কেরিয়ারের শুরুর দিকে পূর্বাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রফিতে সুযোগ পাওয়ার খবর সময়ে পৌঁছায়নি ধোনির কাছে। শেষে দলে যোগ দেওয়ার জন্য সড়কপথে রাঁচি থেকে কলকাতা এসেছিলেন তিনি, সবান্ধবে। কয়েকমাস আগে তেমনই ঘটনা ঘটেছে মুকুলের সঙ্গেও। গত ডিসেম্বরে আমেদাবাদে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টির ম্যাচ খেলছিল রাজস্থান। কার্তিক শর্মার চোটের জন্য ডাক পান মুকুল। সেসময় তিনি ছিলেন সিকরে নিজের বাড়িতে। ডাক আসে ৫ ডিসেম্বর। আর ঠিক তার পরদিন রাজস্থানের ম্যাচ ছিল দিল্লির সঙ্গে সিকর থেকে আমেদাবাদের দূরত্ব প্রায় সাতশো কিলোমিটার। শেষবেলায় তেমন কোনও ট্রেন পাননি মুকুল, যাতে করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। আর সেসময় ইন্ডিগোর সমস্যায় বিপর্যস্ত ছিল দেশের বিমান যোগাযোগ। সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয়, তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে সড়কপথে আমেদাবাদ রওনা হন তিনি। গাড়িতে, এক বন্ধুকে সঙ্গী করে।

মাহির সঙ্গে মুকুলের তফাত হল, সুযোগ হাতছাড়া হয়নি অনুজ উইকেটকিপার-ব্যাটারের। দিল্লি ম্যাচের দিন ভোরে টিম হোটেলে পৌঁছান মুকুল। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে চলে যান মাঠে। সেদিনও এক দুরন্ত ঘূর্ণি উঠেছিল মুকুলের ব্যাটে। করেছিলেন ২৬ বলে অপরাজিত ৬২। যার মধ্যে শেষ ওভারে আয়ুষ বাদোনির (বর্তমানে যিনি এলএসজি-তে মুকুলের টিমমেট) শেষ ওভারে ২৫ তুলেছিলেন মুকুল। শেষ বলে ছয় মেরে জেতান দলকে। সেখান থেকে দলে স্থান পাকা হয়ে যায় তাঁর। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ভালো খেলার পুরস্কার পান আইপিএলে দল পাওয়ার মাধ্যমে। তার পর? শুধুই স্বপ্নের উড়ানে সওয়ার হয়ে উড়ে চলেছেন মুকুল। শোনা গেল, মুকুল নাকি ধোনিকেই নিজের আদর্শ মনে করেন। এমনকী বৃহস্পতিবারের ইনিংস তিনি ধোনিকে উৎসর্গও করেছেন।

একটিও গেম না জিতে লজ্জার হার! খেলা শেষে মাটিতে সাত বার র‍্যাকেটের আছাড় মেদভেদেভের

ম্যাচ হেরে মাটিতে র‍্যাকেটের আছাড় টেনিসে নতুন ঘটনা নয়। বিশেষ করে সেই খেলোয়াড়ের নাম যদি হয় ড্যানিল মেদভেদেভ। আরও এক বার কোর্টে দেখা গেল মেদভেদেভের মেজাজ। মন্টে কার্লো মার্টার্স প্রতিযোগিতায় মাত্তেও বেরেত্তিনির কাছে লজ্জার হারের পর তিনি আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেন র‍্যাকেট।

বেরেত্তিনির বিরুদ্ধে একটিও গেম জিততে পারেননি তিনি। ০-৬, ০-৬ (ডবল ব্যাগেল) হারেন পুরুষদের টেনিসের প্রাক্তন এক নম্বর। খেলা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করেননি মেদভেদেভ। দ্বিতীয় সেটের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ দেখা যায়, লাল সুরকির কোর্টে মোট সাত বার র‍্যাকেটের আছাড় মারেন মেদভেদেভ। ভেঙে যায় র‍্যাকেট। তার পর সেটি ডাস্টবিনে ফেলে দেন মেদভেদেভ। নতুন র‍্যাকেট নিয়ে খেলা শুরু করেন তিনি। তাতে বিশেষ লাভ হয়নি মেদভেদেভের। একটি গেমও জিততে পারেননি রুশ তারকা। দ্বিতীয় সেটে যখন মেদভেদেভ ০-২ গেমে পিছিয়ে রয়েছেন, তখনই বেসলাইনের ধারে র‍্যাকেট ভাঙেন তিনি। সেটা দেখে দর্শকেরা বিদ্রুপও করেন তাঁকে। এই ঘটনা ভাল ভাবে দেখেননি চেয়ার আম্পায়ার। জরিমানা হতে পারে মেদভেদেভের। আগেও মেজাজ হারিয়ে র‍্যাকেট ভেঙে জরিমানা দিতে হয়েছে তাঁকে। আবার সেই সম্ভাবনা রয়েছে। বেরেত্তিনির র‍্যাঙ্কিং ৯০। ওয়াইল্ড কার্ড হিসাবে সুযোগ পেয়েছেন এই ইটালীয় খেলোয়াড়। তার সামনেই খেই হারালেন মেদভেদেভ। সেই কারণেই হয়তো আরও বেশি মেজাজ হারান তিনি। ৪৯ মিনিটে খেলা জিতে বেরেত্তিনি বলেন, "আমি ভাবতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি মেদভেদেভকে হারিয়ে দেব। এই ধরনের ঘটনা তো খুব বেশি ঘটে না। এখনও ঘোর কাটছে না।" খেলা শেষে অবশ্য অপেক্ষা করেননি মেদভেদেভ। ব্যাগ তুলে কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি।

জাতীয় দলে ফিরতে চান সুয়ারেজ

২০২৬ সালের বিশ্বকাপে ফেরার ইঙ্গিত দিয়ে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন উরুগুয়ের কিংবদন্তি ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ। সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন জানিয়েছে, সম্প্রতি উরুগুয়ের সংবাদমাধ্যম 'দিয়ারিও ওভাসিওন'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুয়ারেজ বলেন, জাতীয় দল চাইলে তিনি বিশ্বকাপ খেলতে অবসর ভেঙে ফিরতে প্রস্তুত। এই মন্তব্যে ৩৯ বছর বয়সী সুয়ারেজকে আবার বিশ্বকাপে দেখার সম্ভাবনা জোরালো হলো।

২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মন্তেভিডিওতে সংবাদ সম্মেলনে সজল চোখে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন সুয়ারেজ। তখন তিনি বলেছিলেন, 'সময় হয়েছে সরে দাঁড়ানোর। জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার সাহস অর্জন করতে পেরেছি।'

এর চার দিন পর ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের সপ্তম রাউন্ডে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে পুরো ম্যাচ খেলেই উরুগুয়ের জার্সিকে বিদায় জানান সুয়ারেজ। দুই বছর পর এবার সুয়ারেজ আবার জাতীয় দলে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সুয়ারেজ বলেন, 'জাতীয় দল সব সময়ই এমন এক জায়গা, যেখানে আমি থাকতে চাই। বিশ্বকাপের আগে যদি দল আমাকে প্রয়োজন মনে করে, আমি কখনোই দেশকে "না" বলতে পারব না, কখনোই না।'

সুয়ারেজ জোর দিয়ে আরও বলেন, 'আমি অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যাতে অন্য খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া যায়। কারণ, আমি অনুভব করেছিলাম, আর দলের জন্য যথেষ্ট অবদান রাখতে পারব না। কিন্তু যদি দল আমাকে প্রয়োজন মনে করে, যতক্ষণ আমি সক্রিয় আছি, জাতীয় দলের ব্যাপারে "না" বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সুয়ারেজ ইন্টার মায়ামির হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ৫ এপ্রিল। অস্টিনের বিপক্ষে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) সেই ম্যাচের ৭৪তম মিনিটে কোচ হাভিয়ের মাচেরানো তাঁকে বদলি হিসেবে নামান। তখন তাঁর দল পিছিয়ে ছিল ২---১ গোলে। ৮৩ মিনিটে গোল করে সুয়ারেজই সমতায় ফেরান দলকে। মায়ামির হয়ে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও সুয়ারেজের জাতীয় দলে ফেরায় ভূমিকা রাখতে পারে। গত মৌসুমে ৫০ ম্যাচে ১৭ গোল করার পাশাপাশি ১৭টি গোল করান সুয়ারেজ।

সুয়ারেজ যদি শেষ পর্যন্ত উরুগুয়ের জাতীয় দলে ফিরে বিশ্বকাপে খেলেন, তবে লিওনেল মেসি (৩৯) এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর (৪১) মতো তিনিও বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার দারুণ সুযোগ পাবেন। সুয়ারেজের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

উরুগুয়ের জার্সিতে ১৭ বছরের ক্যারিয়ারে সুয়ারেজই সর্বোচ্চ গোলদাতা। ১৪৩ ম্যাচে করেছেন ৬৯ গোল। উরুগুয়ে জাতীয় দলের হয়ে গোল করায় ইন্টার মায়ামি তারকার পরেই আছেন ৩৯ বছর বয়সী এদিনসন কাভানি, যার গোল ৫৮টি। আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা।

প্রচারের শেষ দিনে ভাংমুনে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের সরব প্রচারের শেষ দিনে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ভাংমুনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।
দামছড়া-জম্পুই কেন্দ্রের প্রার্থী রবীন্দ্র রিয়াংয়ের সমর্থনে আয়োজিত এই জনসভায় ব্যপক লোক সমাগম হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই টাকা নয়ছয় করেছে মথা। এই দুর্নীতির কারণে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২৮টি আসনেই একা লড়াই করবে। তিনি বলেন, এডিসিত উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বচ্ছতার সরকার চাইছেন জনগণ। বিজেপি-ই একমাত্র ভরসা। তিনি আরো বলেন, থানসা মানে সবাই একসাথে থাকা। কিন্তু মথা থানসার কথা বলে শুধুমাত্র মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মথা সমস্যা তৈরি করে, আমরা তা সমাধান করি। তিনি বলেন, অনেকগুলো ইস্যু আছে জম্পুইয়ে, বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সব সমাধান করা হবে। ভাষনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের সমস্যা স্থায়ী সমাধানের বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাঁচ বছরের প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু একটাও কাজ করেনি মথা।

নেশাবিরোধী অভিযানে ৬ ড্রাগস কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল: লেক চৌমুহনী বাজার এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। বাজার কমিটির উদ্যোগে ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ছয়জন সন্দেহভাজন ড্রাগস কারবারিকে আটক করা হয়।
জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় অবাধে নেশাজাত দ্রব্যের ব্যবসা চলছিল। এতে করে এলাকার কিশোর ও যুব সমাজের একাংশ ক্রমশ এই নেশার কবলে পড়ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অবশেষে ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
অভিযানের সময় আটক ছয়জনকে পরবর্তীতে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে বাজার কমিটির কনভেনার শ্যামল সাহা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, বহু বছর ধরে এলাকায় ড্রাগস কারবার চলছিল। এমনকি অল্পবয়সী ছেলেরাও এই নেশার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি আরও বলেন, সমাজকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চালানো হবে।
স্থানীয়দের মতে, এই উদ্যোগ এলাকায় নেশা বিরোধী লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

একই রাতে পাঁচ দোকানে দুঃসাহসিক চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

চড়িলাম, ১০ এপ্রিল: ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল পেঁচারথল এলাকায়। একই রাতে পেঁচারথল শান্তিপুর গেট ও পেঁচারথল বাজার এলাকায় পরপর পাঁচটি দোকানে চোরের দল হানা দিয়েছে। জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে শান্তিপুর গেট এলাকার মহন্ত দেবনাথ ও মান্না রায়ের দোকানের তালা ভেঙে চোরের দল ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। একই রাতে পেঁচারথল বাজারের আরও কয়েকটি দোকানেও একই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পরেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শান্তিপুর বাজার কমিটির সভাপতি জানান, একসঙ্গে একাধিক দোকানে চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তিনি দ্রুত পুলিশি টহল বাড়ানো এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত চোরদের চিহ্নিত করে কঠোর

মন্ত্রী সান্ত্বনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার দাবিতে অটো চালকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল: মন্ত্রী সান্তনা চাকমার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন-এর ত্রিপুরা শাখা।
সংগঠনের পক্ষ থেকে সময় দপ্তরের শ্রম অধিকর্তার নিকট এই ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়।
অভিযোগ, বিজেপি পরিচালিত সরকারের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এক নিরীহ অটো শ্রমিকের সঙ্গে অমানবিক আচরণ ও শারীরিক আক্রমণ করেছেন। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অটো শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন, অবিলম্বে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।
সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের উপর এ ধরনের অত্যাচার কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এডিসি নির্বাচন ঘিরে দক্ষিণ জেলায় কড়া প্রশাসনিক প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে দক্ষিণ জেলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। আগামী ১২ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। তাই ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ বিলোনিয়ার জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন।এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক তথা জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, জেলা পুলিশ সুপার মোরিয়া কৃষ্ণ সি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পাশাপাশি মহকুমা স্তরের সাংবাদিকরাও এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার জানান, আসন্ন এডিসি নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। তারা বলেন, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করা হবে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের স্বার্থে ইতিমধ্যেই মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ ত্রিপুরা পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা, যার ফলে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে চারজনের বেশি লোকের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।এছাড়াও দক্ষিণ জেলায় মোট ১৭৬টি পোলিং স্টেশন প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আজ বিকেল ৪টা থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রচার অভিযানও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই কড়া প্রস্তুতিতে আশাবাদী সাধারণ মানুষ। সকলের প্রত্যাশা এবারের এডিসি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হবে।

প্রচারের শেষ দিনে বামফ্রন্ট প্রার্থীর সমর্থনে বামুটিয়ায় বাড়ি-বাড়ি প্রচার

আগরতলা, ১০ এপ্রিল: টিটিএএডিসি সাধারণ নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে বামফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী কমরেড সঞ্জিত দেববর্মার সমর্থনে জোরদার প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত হয়। শুক্রবার বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত সেনাপতি পাড়ায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।
এই প্রচার কর্মসূচিতে প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া বিধানসভার বিধায়ক নয়ন সরকার, সিপিআইএম মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ, জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ দাসসহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।
প্রচারের সময় তারা এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বামফ্রন্ট প্রার্থীকে সমর্থন করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, উন্নয়ন ও জনস্বার্থমূলক বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে ভোটারদের কাছে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন নেতৃবৃন্দ। প্রচারের শেষ দিনে এই বাড়ি-বাড়ি যোগাযোগ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে।

মান্দাইয়ে বিজেপির বিশাল রোড শো, মুখ্যমন্ত্রীর সভা বানচালের চেষ্টার নিন্দা প্রার্থী রাজেশের

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: টি.টি.এ.এ.ডি.সি নির্বাচন ২০২৬-এর প্রচারের শেষ দিনে মান্দাইয়ে শক্তি প্রদর্শনে নামল বিজেপি। ১৬ নম্বর মান্দাইনগর—পুলিনপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ দেববর্মার সমর্থনে আয়োজিত হয় বিশাল রোড শো।
এই রোড শো চম্পকনগর থেকে শুরু হয়ে বলরাম ঠাকুর, বেলবাড়ী, মোহনপুর হয়ে পুনরায় চম্পকনগরে এসে শেষ হয়। পথজুড়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি, স্লোগান এবং নির্বাচনী উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়।
রোড শো শেষে চম্পকনগর কমিউনিটি হলে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নেন প্রার্থী রাজেশ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন অবজারভার বিশ্বজিৎ শীল, সুকান্ত ঘোষসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ১২ এপ্রিলের ভোটকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও মজবুত করার বার্তা দেওয়া হয় বৈঠকে। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজেশ দেববর্মা বলেন, "প্রচারে যেখানেই গিয়েছি, ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। আমার জয় নিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এডিসিতে বিজেপি সরকার গঠন করবে বলেই আমরা আশাবাদী।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁর সমর্থনে পাড়াকল এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর একটি সভা বানচালের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, "এ ধরনের ঘটনার মাধ্যমে বিজেপিকে আটকানো যাবে না।" পাশাপাশি তিনি ১২ এপ্রিল পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই রোড শোকে ঘিরে মান্দাই এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পশুর ওপর নৃশংসতা, আহত অবস্থায় পুকুরে পড়ে গেল, প্রাণ বাঁচাল স্থানীয় যুবকেরা

কৈলাসহর, ১০ এপ্রিল: পশু নির্যাতনের এক হৃদয়বিদারক ঘটনা সামনে এলো ঊনকোটি জেলার মহকুমা সদর কৈলাসহরের গৌরনগর আরডি ব্লকের ইছবপুর ২নং ওয়ার্ডে। একটি নিরীহ পশুর ওপর দুষ্কৃতীদের বর্বরোচিত হামলার অভিযোগ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পশুটির পায়ে আঘাত করে গুরুতরভাবে জখম করে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায় পশুটি।
ঘটনাটি চোখে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত বজরং দলের যুবকদের খবর দেন। খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুরে নেমে আহত পশুটিকে উদ্ধার করে। পরে তড়িঘড়ি স্থানীয় পশু হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।
পশু হাসপাতালের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন। তবে পশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্যানের ব্যবস্থা করতে বলা হলে জানানো হয়, হাসপাতালের ভ্যানটি বর্তমানে বিকল অবস্থায় রয়েছে।
এরপর উদ্যোগী হয়ে বজরং দলের যুবকেরা আহত পশুটিকে কাছের একটি ক্লাবে নিয়ে আসেন। বর্তমানে স্থানীয় বাসিন্দা ও বজরং দলের সদস্যারা মিলে পশুটির সেবা-শুশ্রূষা করছেন এবং তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বজরং দলের একাংশের দাবি, আহত পশুটি একটি 'মহাদেবের ষাঁড়'। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

কলমচৌড়ায় শিশু সুরক্ষা কমিশনের অভিযানে নাবালিকার বিয়ে ভেস্তে গেল, পলাতক মেয়ে ও বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ এপ্রিল: কলমচৌড়া থানাধীন এলাকায় এক নাবালিকা মেয়ের বিয়ের খবর পেয়ে তৎপর হয়ে ওঠে শিশু সুরক্ষা কমিশন ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। অভিযোগ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারের ওই নাবালিকার বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
সূত্রের খবর পেয়ে শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা কলমচৌড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট বাড়িতে অভিযান চালান। তবে অভিযানের আগাম খবর কোনোভাবে পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে কমিশন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই নাবালিকা ও তার বাবা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।
অভিযানকারী দল বাড়িতে পৌঁছে কাউকেই খুঁজে পায়নি। এদিকে বিয়ের জন্য আগে থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা নৈশভোজও সেরে নেন। মাংস, ভাত, ডিম, বেগুনি সহ নানা ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে প্রশাসনের সময়োচিত হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত বিয়েটি আর সম্পন্ন হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
শিশু সুরক্ষা কমিশন ও পুলিশ পলাতক নাবালিকা ও তার বাবার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাবালিকা বিবাহ প্রতিরোধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কদমতলায় অবৈধ অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশি যুবক গ্রেপ্তারজেলা আদালতে প্রেরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১০ এপ্রিল: ত্রিপুরার উত্তর জেলার কদমতলা থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শুক্রবার জেলা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার কদমতলা থানার পুলিশ এবং বিএসএফের ৯৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের 'সি' কোম্পানির জওয়ানরা যৌথভাবে সীমান্ত এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিলেন। টহলদারির সময় কদমতলা থানাধীন সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাইছড়ি নতুনটিলা এলাকায় সন্দেহজনকভাবে এক ব্যক্তিকে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা বাহিনী তাকে আটক করে।
পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়। তার নাম রাসেল আহমেদ (২২)। পিতার নাম মৃত ইয়াসিন আলী। তিনি বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি থানার অন্তর্গত গোয়ালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তিনি অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন।
বিএসএফ কর্তৃপক্ষ আটক যুবককে পরবর্তীতে কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তার বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছে। কদমতলা থানায় দায়ের হওয়া মামলার নম্বর ১৯/২৬ বলে জানা গেছে। শুক্রবার ধৃতকে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনো ব্যক্তি বা চক্র জড়িত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

এডিসি নির্বাচন: উনকোটি জেলার এডিসি এলাকায় বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ এপ্রিল: আগামী ১২ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে শান্তি, সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এর ১৬৩ ধারায় জেলার এডিসি এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন। এই বিধিনিষেধ ১০ এপ্রিল বিকাল ৪টা থেকে ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন উল্লেখিত সময়ে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সমবেত হতে পারবেন না। কোন ব্যক্তি লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা প্রভৃতির মতো বিস্ফোরক হাতে বা যানবাহনে বহন করতে পারবে না। অঅনুমোদিত জিনিসপত্র/ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে চলাচল এবং অসামাজিক কাজ-কর্ম করা যাবে না। ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে কোন দ্বিচক্র যানবাহন বিশেষ করে মোটর সাইকেল, স্কুটার ইত্যাদি প্রবেশ করতে পারবেনা। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার বাইরে চলাচলকারী সব ধরণের যানবাহন প্রয়োজনে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীগণ প্রয়োজনে তল্লাশী করতে পারবেন।
জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন পুলিশ, বিএসএফ, টিএসআর, সিআরপিএফ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, মহকুমা শাসক/ পুলিশ/ বিএসএফ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, হাসপাতালে যাওয়ার সময় রোগীর ক্ষেত্রে অথবা মুমুর্ষ রোগীর জন্য ওষুধ নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই আদেশে ছাড় রয়েছে। জেলাশাসকের আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আদেশে জানানো হয়েছে।

সবজি ক্ষেতে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

আগরতলা, ১০ এপ্রিল: চড়িলাম এলাকার পরিমল চৌমুহনি বড়ঢেপা অঞ্চলে সবজি ক্ষেতে হঠাৎ অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।
জানা যায়, ওই এলাকার দুই কৃষক সুনীল দাস ও মাধব দেবনাথের সবজি ক্ষেতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই গাছ শুকিয়ে যেতে শুরু করে এবং ফলন নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আর্থিকভাবে বড় ধাক্কা খেয়েছেন তারা।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অভিযোগ, বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিএলডব্লিউ (ব্লক লেভেল ওয়ার্কার) এবং সেক্টর অফিসাররা কোনও খোঁজখবর নিচ্ছেন না। সময়মতো পরামর্শ বা সহায়তা না পাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলে দাবি তাদের। কৃষকদের দাবি, দ্রুত কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ারও আবেদন জানিয়েছেন তারা।
এদিকে, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কৈলাসহর পরিত্যক্ত বিমানবন্দর পরিদর্শনে এয়ারপোর্ট অথরিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ এপ্রিল: কৈলাসহর পরিত্যক্ত বিমানবন্দর পরিদর্শন করলেন এয়ারপোর্ট অথরিটি। শুক্রবার দুপুরে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিনিধি দল কৈলাসহরের পরিত্যক্ত বিমানবন্দর পরিদর্শন করে।
এদিনের পরিদর্শনকালে আগরতলা বিমানবন্দরের চিফ সিকিউরিটি অফিসার এস কে রায় ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ইলেকট্রিক) রাম কেশ মিনা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে বিমানবন্দরের একাধিক ভবনের বেহাল অবস্থা নজরে আসে। ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়া, ভাঙা জানালা ও ভবনের উপর গাছ গজিয়ে ওঠায় অবকাঠামোর ক্ষতি দ্রুত বাড়ছে বলে জানা যায়। বিদ্যুৎ সরবরাহ কক্ষ এবং এটিসি বিল্ডিংও ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা।
প্রতিনিধি দল জানায়, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সমস্যার দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি বিমানবন্দরের জমিতে অনুপ্রবেশ ও অবৈধ দখল খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ফেন্সিংয়ের পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে।উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিমানবন্দরের একটি অংশে জমি দখলের অভিযোগ ওঠে, যা পরিদর্শনে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভবিষ্যতে বিমানবন্দর পুনরায় চালু করার সম্ভাবনা নিয়ে শীঘ্রই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দারুণ অফার

আগরতলা, ১০ এপ্রিল: ১২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে উদযাপিত হচ্ছে শুভ পয়লা বৈশাখ ও শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফার। পৌরাণিক মতে অক্ষয় তৃতীয়া দিনটিকে অত্যন্ত শুভ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই দিনটি পালিত হয়। শাস্ত্র মতে, অক্ষয় তৃতীয়া সুখ প্রদানকারী এবং পাপনাশকারী তিথি। এটি অফুরন্ত সুখ ও সমৃদ্ধির তৃতীয় দিন। মহাভারত অনুসারে, এই দিনে যখন পাণ্ডবরা বনবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাতে অক্ষয় পাত্র তুলে দিয়েছিলেন। এই অক্ষয় পাত্র কখনও খালি হত না। তা সবসময়ই খাবারে পবিপূর্ণ হয়ে যেত। কিংবদন্তি অনুসারে, এই দিনেই মুনি বেদব্যাস গণেশকে মহাভারত বলতে শুরু করেন আর সেই শুনে গণেশ মহাভারত মহাকাব্য লিখতে শুরু করেন। শোনা যায়, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই রাজা ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন। আবার এই দিনেই মা অন্নপূর্ণারও জন্ম হয়। এমনকী অক্ষয় তৃতীয়ায় কুবেরের লক্ষ্মীলাভ

হওয়ায় এদিন বৈভব ও লক্ষ্মীর পুজো করা হয়। এই সবকিছুই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই অনুযায়ী এই দিনটি অত্যন্ত শুভ। অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবী লক্ষ্মীর পুজোরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই এই দিনে সোনা, রূপা বা কোনও মূল্যবান গয়না কেনাও শুভ বলেই ধরা হয়।
প্রতিবছরের মতো এবারও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপন হচ্ছে। এই সময় সমস্ত গ্রাহকদের জন্য থাকছে বিশেষ অফার, সঙ্গে সোনা, হিরে ও রুপোর গয়নার নতুনত্ব ও অভিনব সম্ভার থেকে নিজেদের পছন্দসই গয়না কিনে এই উৎসব উদযাপনের সুযোগ।
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে যে সকল অফার রয়েছে: প্রতি কেনাকেটার সঙ্গে নিশ্চিত উপহার, সোনার গয়নার প্রতি গ্রাম মজুরিতে ৬৭৫ ছাড়। হিরের গয়নার মজুরিতে ১০% ছাড়। "সিলভার এক্সপ্রেশনস' রুপোর গয়নার মূল্যে ১০% ছাড়। এছাড়া মেগা ড্রতে- ১ টি ডায়মন্ড নেকলেস ও ৩ টি ডায়মন্ড নেকচেইন। সব মিলিয়ে অক্ষয় তৃতীয়ায় গ্রাহকদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় উপহারের ডালি সাজিয়ে রাখছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। এছাড়া সোনায় সোহাগা (সোনা ও হিরের গয়না কেনাকাটার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট স্কিম) ও পুরোনো সোনার গয়না দিয়ে নতুন গয়না কেনার সুযোগও থাকছে। আজ এক স্পেশাল প্রিভিউ এর মাধ্যমে অক্ষয় তৃতীয়ার গয়না সবার সামনে উন্মোচন করেন সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সমস্ত গ্রাহক বন্ধুদের অগ্রিম শুভ নববর্ষ ও অক্ষয় তৃতীয়ার অনেক শুভেচ্ছা জানান অর্পিতা ও রূপক সাহা।
আমরা সবাই জানি, সোনা খুবই শুভ ধাতু। তাই এরকম শুভ দিনে সোনা কিনে তার উজ্জ্বল ছটা আমাদের জীবনে, পরিবারে পবিপূর্ণ করতে সকলেই চাই। এতে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি আসে। এবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় হিরে ও সোনার নতুন নতুন কালেকশনে আমাদের শোরুম ঝলমল করছে। এছাড়া প্রতিবছরের মতো প্রচুর উপহার ও অফারও থাকছে," জানালেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা।শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "প্রকৃতির অক্ষয় সম্পদে আমরা সবাই ধনী। অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য দিনে সবাই মিলে চাইবো আমাদের প্রকৃতি সহ সব সম্পদ অক্ষয় থাকুক। তাহলেই আমাদের জীবনে সত্যিকারের সমৃদ্ধি ও শান্তি আসবে।" শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফারটি ১২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসত) এবং ত্রিপুরার (আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুর) সব কটি শোরুমেই চলবে। সব ধরনের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হবে। এছাড়া এই সময় প্রত্যেক দিন সব শোরুমই পূর্ণ দিবস খোলা থাকবে। রাজ্যবাসী কে নতুন বছর ও অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে ও সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

২৬-বীরচন্দ্রনগর-কলসী (এসটি) কেন্দ্র ভোটগ্রহণ কর্মীদের মধ্যে ভোট সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভোট গ্রহণের জন্য ভোট কর্মীদের মধ্যে আজ ভোট সামগ্রী বিতরণ করা হয়। শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্যালয়ে ২৬-বীরচন্দ্রনগর-কলসী (এসটি) কেন্দ্রের ৪৫টি পোলিং গ্রুপের ভোট কর্মীরা আজ ভোট সামগ্রী গ্রহণ করে সেগুলি নিরীক্ষণ করে আবার মহকুমা শাসক কার্যালয়ে জমা দেন। আগামীকাল সকালে তারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। এই নির্বাচনী কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৮ জন। শান্তিরবাজার মহকুমার রিটার্নিং অফিসার শান্তিরঞ্জন চাকমা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 11-04-2026, 00:52